হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা।

(প্রবন্ধ কল্পনা।)

শ্রীতালা হূল্ ব্ল্যাক্-ইয়ার্ ইয়ার কর্ত্তৃক

প্রচারিত।

যথা বিদমনুপ্রাপ্তমাচার্য্য-মুখ-কন্দরাৎ।
প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহৎত্বস্যাত্মনস্তথা।
চিত্তবৃত্তেশ্চ হস্তাস্মৈ প্রতিভা পরিমার্জ্জিতা।

কলিকাতা।

মানিকতলা-ষ্ট্রিট ৭৯ সংখ্যক ভবনে পুরাণপ্রকাশযন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮০

ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা।

আজ্ [illegible] বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূৰ্ত্তিমান্ কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে, বেওয়ারিস লুচীর ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেম্নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেও ওয়ারিসান থাকৃত্তো, তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা লুণ্ঠিত্তা নাবুদ হতে পেতো না— তা হলে হয় ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁশী যেত্তেন, কেউ বা কয়েদ থাকত্তেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয়। কিন্তু এমন নতুন জিনিস্ নাই যে আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন—বেশির ভাগই অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্শাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়্লো। কথায় বলে "এক জন বড় মানুষ, তাঁরে প্রত্যহ নতুন নতুন মস্করামো দ্যাখবার জন্য এক জন ভাঁড় চাকর রেখেছিলেন, সে প্রত্যহ নতুন নতুন ভাঁড়ামো করে বড় মানুষ মশায়ের মনোরঞ্জন কত্তো, কিছু দিন যায়, অ্যাক দিন সে আর নতুন ভাঁড়ামো খুঁজে পায় না, শেষে ঠাউরে ঠাউরে এক ঝাঁকা মুটে ভাড়া করে বড় মানুষ বাবুর কাছে উপস্থিত, বড় মানুষ বাবু তাঁর ভাঁড়কে ঝাকা মুটের ওপোর বসে আস্তে দ্যেখে বল্লেন, ভাঁড়! এ কি হে? ভাঁড় বল্লে ধর্ম্মাবতার "আজ্কের এই এক নতুন!" আমরাও এই নক্শাটি পাঠকদের উপহার দিয়ে এই এক [illegible]তুন বলে দাঁড়ালেম্—এখন আপনাদের স্বেচ্ছামত তির- [illegible]র বা পুরস্কার করুন।

[illegible]কি অভিপ্রায়ে এই নক্শা প্রচারিত হলো, নক্শা খানির [illegible] দেখ্লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ [illegible] কারণ এই নক্শায় একটি কথা অলীক বা অমূলক [illegible] করা হয় নাই—সত্য বটে অনেকে নক্শা খানিতে

আপনারে আপনি দেখ্‌তে পেলেও পেতে পায়েন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন তা বলা বাহুল্য, তবে কেবল এই মাত্র বল্‌তে পারি যে, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ংও নক্‌শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।

নক্‌শাখানিকে আমি এক দিন আরসি বলে পেস কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসী ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ্ কর্ব্বেন।

আশমান
১৭৮৪ শকাব্দা

দ্বিতীয় বারের গৌরচন্দ্রিকা।

পাঠক! হুতোমের নক্‌শার প্রথমভাগ দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হলো। যে সময় এই বই খানি বাহির হয়, সে সময় লেখক একবার স্বপ্নেও প্রত্যাশা করেন নাই যে, এখানি বাঙ্গালী সমাজে সমাদৃত হবে ও দেশের প্রায় সমস্ত লোকে (কেউ লুকিয়ে কেউ প্রকাশে) পড়্‌বেন। যাঁরা সহৃদয়, সর্ব্ব সময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নক্‌শা আদর করে পড়ে সর্ব্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন। যে গুলো হতভাগা, হুতোমের লক্ষ্য, লক্ষ্মীর বরযা[illegible] পাজীর টেক্কা ও বজ্জাতের বাদশা, তারা "দেখি হুতো[illegible] আমায় গাল দিয়েছে কি না? কিম্বা কি গাল দিয়েছে" ব[illegible] অন্তত লুকিয়ে পড়েচে; সুদ্ধ পড়া কি,—অনেকে সুদ[illegible] সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি ব[illegible]

ও বঙ্গজাতির অনেক লাঘব হয়েচে। এ কথা বলাতে আমাদের আপনা আপনি বড়াই করা হয় বটে, কিন্তু এটী সাধারণের ঘর কন্নার কথা।

পাঠক! কতকগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নক্শা অতি কদর্য্য বই, কেবল পরনিন্দা পরচর্চ্চা খেঁউড় ও পচালে ও পোরা ও শুদ্ধ গায়ের জ্বালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্র লোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এটী বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম, অ্যাকবার ক্যান, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বল্‌বো—— ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম ততদুর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন, জগদীশ্বরের প্রসাদে যে কলমে হুতোমের নক্শা প্রসব করেচে, সেই কলম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিত্র বিচিত্র চিত্তোৎকর্ষ-বিধায়ক মুমুক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রাজার অনন্য-অবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনুবাদক; সুতরাং এটা আপনি বিলক্ষণ জান্‌বেন যে, অজাগর ক্ষুধিত হলে অর্‌সুলা খায় না ও গায়ে পিঁপঁড়ে কাম্‌ড়ালে ডঙ্ক ধরে না। হুতোমে বর্ণিত বদমাইশ ও বাজে দলের সঙ্গে গ্রন্থকারেরও সেই সম্পর্ক।

তবে বল্‌তে পারেন্‌, ক্যানই বা কলকেতার কতিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবর্ত্তী হলেন, কি দোষে বাগাম্বর বাবুরে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজ্‌লিসে আনা হলো, ক্যানই বা ছুঁচো শীল, প্যাঁচা মল্লিকের নাম বল্লে, কোন্‌ দোষে অঞ্জনারঞ্জন বাহাদুর ও বর্দ্ধমানের হজুর আলী আর পাঁচটা রাজা রাজড়া থাকৃতে আসোরে এলেন? তার উত্তর এই যে, হুতোমের নক্শা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন গহনা, ও সমাজের পক্ষে নূতন হেঁয়ালি; যদি ভাল করে চকে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে সাধারণে এর মর্ম্ম বহন কত্তে পাত্তেন না ও হুতোমের উদ্দেশ্য বিফল হতো। অ্যামন কি অ্যাত ঘরঘ্যাঁশা করে এনেও অনেকে আপনারে বা আপনার চিরপরিচিত বন্ধুরে নক্শায় চিন্‌তে পারেন না ও কি জন্য

কোন্ গুণে তাঁদের মজলিসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গুণ ও দোষ গুলি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে যান।

ময়ূর ভঞ্জের মহারাজার মোক্তার মহারাজের জন্যে মেছো বাজার হতে উৎকৃষ্ট জরীর লপেটা জুতো পাঠান, মহারাজ চিরকাল উড়ে জুতো পায়ে দিয়ে এসেচেন, লপেটা পেয়ে মনে কল্লেন সেটী পাগ্‌ড়ীর কলশী ও জন্মতিথির দিন মহা সমারোহ করে ঐ লপেটা পাগড়ির উপর বেঁধে মজ্‌লিসে বার দিলেন। সুতরাং পাছে স্বকপোল-কল্পিত নায়ক হুতোমের পাঠকের নিতান্ত অপরিচিত হন, এই ভয়ে সমাজের আত্মীয় অন্তরঙ্গ নিয়ে ও স্বয়ং সং সেজে মজলিসে হাজির হওয়া হয়। বিশেষত " বিদেশে চণ্ডীর কৃপা দেশে ক্যান নাই? " বাঙ্গালী সমাজে বিশেষত সহরে য্যামন কতকগুলি পাওয়া যায়; কল্পনার অনিয়ত সেবা করে সরস্বতীরও শক্তি নাই যে, তাঁদের হতে উৎকৃষ্ট জীবের বর্ননা করেন।

হুতোমের নকশার অনুকরণ করে বটতলার ছাপাখানা ওয়ালারা প্রায় দুই শত রকমারী চটী বই ছাপান, ও অনেকে হুতোমের উতোর বলে " আপনার মুখ আপনি দেখেন ও দ্যাখান" হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করে সাগর বারিতে আপনার মুখ আপনি দেখে জাতিমাত্রেরই যাতে এরূপ হয়, তার প্রার্থনা করেছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থকারও সেই দশা ও দরের লোক! কিন্তু কতদূর সফল—হলেন, তার ভার পাঠক! তোমার বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তবে এটা বলা উচিত যে, পত্র-দ্বারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পরপরিবাদ ও পরনিন্দা প্রকাশ করা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়।

ফলে "আপনার মুখ আপনি দেখ" গ্রন্থকার হুতোমের বমন অপহরণ করে বামনের চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় হুতোমের নকশার উত্তর দিতে উদ্যত হন ও বই ছাপিয়ে ঐ ঋই হুতো-মের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধুলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু দিন ঐ ব্যাবসা চল্লো না। সাত পেয়ে গরু, দরিয়াই ঘোঁড়া ও হোঁসেন খাঁর জিনির

মত সহৃদয় সমাজে জান্‌তে পাল্লেন যে, গ্রন্থকারের অভিসন্ধি কি? এমন কি ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁরে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন, সে পত্র এই—

জগদীশ্বরায় নমঃ।——

মহাশয়! "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিয়া পাঠকসমাজে যে তাহা গ্রহণীয় এবং আদ্‌রণীয় হইবেক পূর্ব্বে এমত ভরসা করি নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের কৃপায় অনেকানেক পাঠক মহাশয়েরা উক্ত পুস্তক খানি পাঠ করিয়া "দেশাচার সংশোধন পক্ষে পুস্তক খানি উত্তম হইয়াছে" এমত অনেকেই বলিয়াছেন; তাহাতেই শ্রম সফল এবং পরম লাভ বিবেচনা করা হইয়াছে।—

প্রথম খণ্ডে "দ্বিতীয় খণ্ড আপনার মুখ আপুনি দেখ" প্রকাশিত হইবেক এমত লিখিত হওয়ায় অনেকেই তদ্দর্শনে অভিলষিত হইয়াছেন (তাঁহারা পাঠক এবং গ্রাহক সম্প্রদায়িক এই মাত্র। উপস্থিত মহৎকার্য্য পরিশ্রম অর্থব্যয় এবং দেশ-হিতৈষী পরহিতপরায়ণ মহাশয় মহোদয়দিগের উৎসাহ এবং সাহায্য প্রদান ব্যতীত কোনমতে সম্পাদিত হইতে পারে না। আপনার নিস্বভাব, ধনব্যয় করিবার ক্ষমতা নাই, একারণ এই মহৎকার্য্য মহল্লোকের কৃপাবত্মে না দণ্ডায়মান হইলে, কোন ক্রমেই এ বিষয় সমাধা হইবেক না। আর সাধারণ লোকের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে এ বিষয় সমাধা হইবার নহে। ধনী, ধীর, স্বদেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কারক এবং দেশের হিতেচ্ছুকই এই মহৎকার্য্যে উৎসাহ দাতা এ বিধায় মহাশয় ব্যতীত এ বিষয়ের সাহায্য আর কেহই হইতে পারেন না। আপনার দাতৃত্বতা পরোপকারিত্বাত ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতির সুযশ সৌরভ গৌরবে ধরণী সৌরভিনী হইয়াছে, ভারত আপনার যশ রূপ যশ ধারণ ধারণ করিয়াছে। দেশাচার সংশোধন পক্ষে মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গ্রন্থকর্ত্তা, বর্ত্ত-মাণে মহাশয়ের মতানুসারে সকলেরই গ্রন্থ লেখা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার কৃপাবর্ত্মে দণ্ডায়মান হইয়া নিবে-

দন করিলাম, মহাশয় কিঞ্চিৎ কৃপানেত্রে চাহিয়া সাহায্য প্রদান করিলে সত্ত্বরেই দ্বিতীয় খণ্ড "আপনার মুখ আপুনি দেখ" পুস্তক প্রকাশ করিতে পারি নিবেদন ইতি ১২৭৪ সাল তারিখ—২৩ জ্যৈষ্ঠ—

পু

লিপাখানিতে, ডাক ষ্ট্যাম্প দিয়া প্রদাণ করা বিধেয় বিবেচনা করিলাম না। না দেওয়ায় অপরাধ মার্জ্জন করিবেন। দ্বিতীয়তঃ। অনুজ্ঞার আসাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলাম।

কৃপাবলোকণ যে রূপ অনুজ্ঞা হইবেক লিখিয়া বাধিত করিবেন।—

কা, য়া রূপ কারাবাসেঃ কা, লে কালে আয়ু, নাশেঃ ভো, লা মন ভাবেনা ভুলিয়ে।
ব লি, তারে সুবচনেঃ চ লি, ত্তে সুজন সনেঃ হে লা, করে খেলায় যাত্তিয়ে॥
সদা প্র, মদেতে মত্তঃ ত্যজি প্র, সঙ্গে তত্বঃ নিত্য না, চে কুসঙ্গের সনে।
তত্ত্ব র স, পরিহরিঃ বুধার স, পান করিঃ মনম থ, অনুক্ষন মনে॥
ভারতে ত ম, তা করিঃ অভেদ ভি ন্ন, তা হরিঃ দেখাইছে মু, ক্তির সোপান।
মন যদি ব সি, তায়ঃ ত্যজে পাপ ম সি, হায়ঃ শুনি মুনি মু খো, গুন গান॥
ভারত বেদের অ ৭, শঃ শ্রবনে কলুস ধ্ব ৭, শঃ ভারতে ভারত পা, প হরে।
হরি গুন সতত ক হ, ভারত লইয়া র হ, ভাগবত কর আ দ্যা, নরে॥

হুতোমের চিরপরিচিত রীত্যনুসারে এই ভিক্ষুকের পত্র খানি অপ্রচারিত রাখা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু কতকগুলি স্কুল বয় ও আনাড়িতে বাস্তবিকই স্থির করে রেখেচেন যে, "আপনার মুখ আপনি দেখ" বই খানি হুতোমের প্রকৃত উত্তর, ও বটতলার পাইকেররাও ঐ কথা বলে হুতোমের নকশার সঙ্গে ঐ বিচিত্র বই খানি বিক্রী করেন বলিই ঐ হতভাগ্য ভিক্ষুকের পত্র খানি অবিকল ছাপান গেল।—এখন পাঠক। তুমি ঐ পত্র খানই পাঠ করে জান্‌তে পার্‌বে, হুতোমের নকশার সঙ্গে "আপনার মুখ আপনি দ্যাখ" গ্রন্থকারের কি রূপ সম্পর্ক

শক্রঘ্নপুর }
১লা এপ্রেল } শ্রীতালা হুল্ ব্ল্যাক্-ইয়ার্।
প্রকাশক।

হুতোম প্যাঁচার নকসা।

স্থচীপত্র।

কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ।

"কহই টুনোয়া——————
সহর সিখাওয়ে কোতোয়ালী" টুনোয়ার টপ্পা।

কলিকাতা সহরের চার দিকেই ঢাকের বাজ্‌না শোনা যাচ্চে, চড়্‌কীর পিঠ সড়্‌ সড়্‌ কচ্চে, কামারেরা বাণ, দশ-লকি, কাঁটা ও বঁটি প্রস্তুত কচ্চে—; সর্ব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নুপুর মাতায় জরির টুপি, কোমোরে চন্দ্রহার, সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোপান গাম্‌চা হাতে বিল্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারির আনন্দের সীমা নাই—"আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজোন!"

কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁশী হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর (১) প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিম্‌কীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশলক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদি বড় মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদি বড় মানুষ কব্‌লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েচে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়িতে ক্রিয়ে

কর্ম্ম ফাক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রাম শীলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচীর নিত্যসেবা হয়ে থাকে।

এ দিকে তুলে বেয়ারা, হাড়ি ও কাওরারা নুপুর পায়ে উত্তরি সূতা গলায় দিয়ে নিজ নিজ বীরব্রতের ও মহত্ত্বের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলকি হাতে করে প্রত্যেক মদের দোকানে বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সংগতে নেচে ব্যাড়াচ্চে। ঢাকীরা ঢাকের টোয়েতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ কচ্চে; গুরু মশায়ের পাঠশাল বন্ধ হয়ে গিয়েছে—ছেলেরা গাজনতলাই বাড়ি করে তুলেচে; আহার নাই, নিদ্রা নাই; ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপ্টে রপ্টে ব্যাড়াচ্চে; কখন “ বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব ” চিংকারের সঙ্গে যোগ দিচ্চে, কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়্‌ছে, কখন ঢাকের পেছনটা ডুম্ ডুম্ করে বাজাচ্চে—বাপ মা শশব্যস্ত, একটা না ব্যাম্নরাম কল্লে হয়।

ক্রমে দিন ঘুনিয়ে এলো, আজ বৈকালে কাটা ঝাপ! আমাদের বাবুর চার পুরুষের বুড়ো মূল সন্ন্যাসী কাণে বিল্বপত্র গুঁজে, হাতে একমুটো বিল্বপত্র নিয়ে, ধুক্তে ধুক্তে বৈঠকখানায় উপস্থিত হলো; সে নিজে কাওরা হলেও আজ শিবত্ব পেয়েচে, সুতরাং বাবু তারে নমস্কার কল্লেন; মূল সন্ন্যাসী এক পা কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর দিয়ে বাবুর মাতায় আশীর্ব্বাদী ফুল ছোঁয়ালেন,—বাবু তটস্থ!

বৈঠকখানার মেকাবি ক্লাকে টাং টাং টাং করে পাঁচটা বাজ্‌লো, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। সহরের বাবুরা ফেটিং, সেল্‌ফ ড্রাইভীং, বগী ও ব্রাউহ্যামে

করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্রলোক, বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন, কেউ বাগানে চল্‌লেন--দুই চার জন সহৃদয় ছাড়া অনেকেরি পেছনে মালভরা মোদাগাড়ী চল্লো, পাছে লোক জান্তে পারে এই ভয়ে কেউ সে গাড়ির সইস কোচ-ম্যানকে তক্‌মা নিতে বারণ করে দেচেন—কেউ লোকাপবাদ তৃণজ্ঞান, বেশ্যাবাজী বাহাদুরীর কাজ মনে করেন; বিবি-জানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেচেন, খাতির নদারং!—কুটী-ওয়ালারা গহনার ছক্কড়ের ভিতর থেকে উকী মেরে দেখে চক্ষু সার্থক কচ্চেন।

এদিকে আমাদের বাবুদের গাজনতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, ঢাক বাজতে লাগ্‌লো, শিবের কাছে মাথা চালা আরম্ভ হলো, সন্ন্যাসীরা উবু হয়ে বসে মাথা ঘোরাচ্চে, কেহ ভক্তি যোগে হাটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে—শিবের বামুন কেবল গঙ্গাজল ছিটুচ্ছে, প্রায় আধ্ ঘন্টা মাথা চালা হলো, তবু ফুল আর পড়ে না; কি হবে! বাড়ির ভিতরে খবর গেলো; গিন্নিরা পরস্পর বিষণ্ণ বদনে "কোন অপরাধ হয়ে থাক্‌বে" বলে একে বারে মাতায় হাত দিয়া বসে পড়লেন—উপস্থিত দর্শকেরা "বোধ হয়, মূল সন্ন্যাসী কিছু খেয়ে থাক্‌বে," সন্ন্যাসীর দোষেই এই সব হয়; এই বলে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ কল্লে; অবশেষে গুরু পুরুত, ও গিন্নির ঐক্য মতে বাড়ির কর্ত্তাবাবুকে বাঁধাই স্থির হলো। একজন আমুদে ব্রাহ্মণ ও চার পাঁচ জন সন্ন্যাসী দৌড়ে গিয়ে বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লে—"মোশায়কে একবার গা তুলে শিবতলায় যেতে হবে," "ফুল ত পড়ে না" সন্ধ্যা হয়—বাবুর ফিটন্ প্রস্তুত, পোশাক পরা, রুমালে বোকো মেকে বেরুচ্ছিলেন—শুনেই অজ্ঞান; কিন্তু কি করেন, সাত পুরুষের

ক্রিয়ে কাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা পায়নাপেলের চাপ্‌-কান পরে, সাজ গোজ সমেতই, গাজনতলায় চল্লেন—বাবুকে আস্‌তে দেখে দেউড়ির দরওয়ানেরা আগে আগে সারগেতে চল্লো; মোসাহেবেরা বাবুর সমূহ বিপদ্‌ মনে করে বিষণ্ণ বদনে বাবুর পেচোনে পোচনেযেতে লাগ্‌লো।

গাজন তলায় সজোরে ঢাক ঢোল বেজে উঠ্‌লো, সকলে উচ্চস্বরে "ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" বলে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লো; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লেন।—বড় বড় হাত পাখা দুপাশে চল্‌তে লাগ্‌লো, বিশেষ কারণ না জান্‌লে অনেকে বোধ কত্তে পার্‌তো যে, আজ্‌ বাবু বুঝি নরবলি হবেন। অবশেষে বাবুর দুহাত একত্র করে ফুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হলো, বাবু কাঁদ কাঁদ মুখ করে রেশমি রুমাল গলায় দিয়ে এক ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরোহিত শিবের কাছে "বাবা ফুল দাও," "ফুল দাও," বারংবার বল্‌তে লাগ্‌লো, বাবুর কল্যাণে এক ঘটি গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাতায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা সজোরে মাতা ঘুরুতে লাগলো, আধ্‌ঘন্টা এইরূপ কষ্টের পর শিবের মাতা থেকে এক থোক্কা বিল্বপত্র সরে পড়্‌লো। সকলের আনন্দের সীমা নাই "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" বলে চীৎকার হতে লাগ্‌লো, সকলেই বলে উঠ্‌লো, না হবে কেন কেমন বংশ!

ঢাকের তাল ফিরে গেলো। সন্ন্যাসীরা নাচ্‌তে নাচ্‌তে কাছের পুকুর থেকে পর্‌শু দিনের ফ্যালা কতকগুলি বঁইচির ডাল তুলে আন্‌লে। গাজোনতলায় বিশ আটি বিচালি বিছানো ছিল, কাঁটার ডালগুলো তার উপর রেখে বেতের বাড়ি ঠ্যাঙ্গান হল কাঁটাগুলি ক্রমে সব মুখে মুখে বসেগেলে, পুরুত তার উপর গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন, দুজন সন্ন্যাসী ডবল

গামছা বেঁদে তার দুদিকে টানা ধল্লে,—সন্ন্যাসীরা ক্রমান্বয়ে তার উপর ঝাঁপ খেয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো; উঃ! "শিবের কি মাহাত্ম্য!" কাঁটা ফুটলে বল্‌বার যো নাই! এ দিকে বাজে দর্শকের মধ্যে দু এক জন কুটেল চোরা গোপ্তা মাচ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন বাজে আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জান্তে পাল্লে না। ক্রমে সকলের ঝাপ খাওয়া ফুরুলো; এক জন আপনার বিক্রম জানাবার জন্য চিৎ হয়ে উলটো ঝাপ খেলে; সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো। দর্শকেরা কাঁটা নিয়ে টানা টানি কত্তে লাগ্‌লেন—"গিন্নিরা বলে দিয়েচেন, ঝাপের কাঁটার এমনি গুণ, যে, ঘরে রাখ্‌লে এজন্মে বিছানায় ছারপোকা হবে না!"

এদিকে সহরে সন্ধ্যাসূচক কাঁশোর ঘন্টার শব্দ থাম্‌লো। সকল পথের সমুদায় আলো জ্বালা হয়েছে। "বেলফুল!" "বরফ!" "মালাই!" চীৎকার শুনা যাচ্চে। আবগারীর আইন অনুসারে মদের দোকানের সদর দরজা বন্দ হয়েচে অথচ খদ্দের ফিচ্চে না—ক্রমে অন্ধকার গাঢাকা হয়ে এলো; এ সময় ইংরাজী জুতো, শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনী আর সীমলের ধূতীর কল্যাণে রাস্তায় ছোট লোক ভদ্দর লোক আর চেন্‌বার যো নাই। তুখোড় ইয়ারের দল হাসির গর্‌রা ও ইংরাজী কথার ফর্‌রার সঙ্গে খাতায় খাতায় এর দরজায়, তার দরজায় ঢু মেরে মেরে বেড়াচ্চেন—এঁরা সন্ধ্যা জ্বালা দেখে বেরুলেন আবার ময়দা পেসা দেখে বাড়ি ফির্‌বেন! মেছোবাজারের হাঁড়িহাটা—চোরবাগানের মোড়, যোড়াসাঁকোর পোদ্দারের দোকান, নতুন বাজার, বটতলা, সোণাগাছির গলি ও আহিরিটোলার চৌমাথা লোকারণ্য—কেউ মুখে মাথায় চাদর জড়িয়ে মনে কচ্চেন কেউ তাঁরে চিন্‌তে পার্‌বে

না; আবার অনেকে চেঁচিয়ে কথা কয়ে, কেশে, হেঁচে, লোককে জানান দিচ্চেন যে, "তিনি সন্ধ্যার পর দুদণ্ড আয়েস করে থাকেন।"

সৌখীন কুটিওয়ালা মুখে হাতে জল দিয়ে জলযোগ করে সেতারটি নিয়ে বসেচেন। পাসের ঘরে ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করে—বিদ্যেসাগরের বর্ণপরিচয় পড়্‌চে। পীল ইয়ার ছোক্‌রারা উড়্‌তে শিখচে। স্যাক্‌রারা দুর্গাপ্রদীপ সাম্‌নে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেচে। রাস্তার ধারের দুই এক খানা কাপড়, কাঠ কাটুরা ও বামনের দোকান বন্ধ হয়েচে রোকোড়ের দোকানদার পোদ্দার ও সোণারবেণেরা তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ত কাটচে। শোভাবাজারে রাজাদের ভাঙ্গা বাজারে মেচুনীরা প্রদীর হাতে করে ওঁচা পচা মাচ ও লোনা ইলিস নিয়ে ক্রেতাদের—"ও গামচাকাঁদে ভালো মাচ নিবি?" ও "খেংরা গুপো মিন্‌সে চার আনা দিবি" বলে আদর কচ্চে —মধ্যে মধ্যে দুই এক জন রসিকতা জানাবার জন্য মেচুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্চেন। রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল ও মাতালরা লাটি হাতে করে কানা সেজে "অন্ধ ব্রাহ্মণকে কিছু দান কর দাতাগণ" বলে ভিক্ষা করে মৌতাতের সম্বল কচ্চে; এমন সময় বাবুদের গাজন তলায় সজোরে ঢাক বেজে উঠ্‌লো, "বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো" চীৎকার হতে লাগ্‌লো; গোল উঠ্‌লো, এ বারে ঝুল সন্ন্যাস। বাড়ির সামনের মাঠে ভারা টারা বাঁধা শেষ হয়েচে; বাড়ির ক্ষুদে ক্ষুদে হবু হজুরেরা দরওয়ান, চাকর ও চাকরাণীর হাত ধরে গাজন তলায় ঘুর ঘুর কচ্চেন। ক্রমে সন্ন্যাসীরা খড়ে আগুন জেলে ভারার নীচে ধল্লে—একজনকে তার উপর পানে পা করে ঝুলিয়ে দিয়ে তার মুখের কাছে আগুনের উপর গুড় ধুনো ফেলতে লাগলো,

ক্রমে একে একে ঐ রকম করে ঝুল্লে, ঝুল সন্ন্যাস সমাপন হলো; আধ ঘন্টার মধ্যে আবার সহর জুড়ুলো, পূর্ব্বের সেতার বাজ্‌তে লাগলো, "বেলফুল" "বরফ" "মালাই" ও যথামত বিক্রি করবার অবসর পেলে, শুক্রবারের রাত্তির এই রকমে কেটে গ্যাল!

আজ নীলের রাত্তির! তাতে আবার শনিবার; শনি-বারের রাত্তিরে সহর বড় গুল্‌জার থাকে—পানের খিলীর দোকানে বেল-লণ্ঠন আর দেওয়ালগিরি জ্বল্‌চে। ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরিয়ে যেন সহর মাতিয়ে তুল্‌চে। রাস্তার ধারের দুই একটা বাড়িতে খেমটা নাচের তালিম হচ্চে, অনেকে রাস্তায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে ঘুমুর ও মন্দিরার রুণু রুণু শব্দ শুনে স্বর্গসুখ উপভোগ কচ্চেন। কোথাও একটা দাঙ্গা হচ্চে। কোথাও পাহারাওয়ালা এক জন চোর ধরে বেঁদে নে যাচ্চে—তার চারি দিকে চার পাঁচ জন চোর হাসচে আর মজা দেখ্‌চে এবং আপনাদের সাবধানতার প্রশংসা কচ্চে; তারা যে এক দিন ঐ রকম দশায় পড়্‌বে তায় ভ্রূক্ষেপ নাই।

আজ অমুকের গাজোন তলায় চিৎপুরের হর। ওদের মাটে সিঙ্গির বাগানের প্যালা। ওদের পাড়ায় মেয়ে পাঁচালি। আজ সহরের গাজোন তলায় ভারি ধূম,—চৌমাথার চৌকিদারের পোহা বারো! মদের দোকান খোলা না থাকলেও সমস্ত রাত্তির মদ বিক্রি হবে, গাঁজা অনবরত উড়বে, কেবল কাল সকালে শুনবেন যে—"ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের নটিটা পাচ্চে না," "পালেদের এক ধামা পেতলের বাসন গেছে ও গন্ধবেণেদের সর্ব্বনাশ হয়েচে"! আজ কার সাধ্য নিদ্রা যায় —থেক্কে থেকে কেবল ঢাকের বাদ্যি, সন্ন্যাসীর হোররা ও

"বলে ভদ্দেশ্বরে শিবো মহাদেব" চীৎকার।

এ দিকে গির্জ্জার ঘড়িতে টুং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে, রাত চারটে বেজে গ্যালো—বারফট্কা বাবুরা ঘরমুখ হয়েচে। উড়ে বামুনরা ময়দার দোকানে ময়দা পিস্তে আরম্ভ করেচে। রাস্তার আলোর আর তত তেজ নাই। ফুর্‌ফুরে হাওয়া উঠেছে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলেরা ডাক্তে আরম্ভ করেচে; দু এক বার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোকশূন্য। ক্রমে দেখুন—"রামের মা চল্‌তে পারে না," "ওদের ন বৌটা কি বজ্জাত মা," "মাগি যে জব্বী" প্রভৃতি নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়ে মানুষ গঙ্গাস্নান কত্তে বেরিয়েছেন। চিৎপুরের কসাইরা মটন চাপের ভার নিয়ে চলেছে। পুলিষের সার্জ্জন, দারোগা, জমাদার, প্রভৃতি গরিবের যমেরা রোঁদ সেরে মস মস করে থানায় ফিরে যাচ্চেন; সকলেরই সিকি, আধুলি, পয়সা ও টাকায় ট্যাঁক ও পকেট, পরিপূর্ণ—হজুরদের কাছে চ্যালা কাঠখানা, তামাক্ ছিলিমটে ও পানের খিলিটে ফেরে না, অনেকের মনের মত হয় নাই বলে সহরের উপর চটেছেন, রাগে গা গস্ গস্ কচ্চে, মনে মনে নতুন ফিকির আঁটতে আঁট্‌তে চলেচেন, কাল সকালেই একজন নিরীহ ভদ্র সন্তানের প্রতি কার্দ্দানি ও ক্যারামত জাহির করবেন—সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সাদা লোক, কোর কাপ বোঝেন না, চার পাঁচ জন ফ্রেণ্ড নিয়তই কাচে থাকে "হারমোনিয়ম" ও "পিয়ানো" বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খেলা করেই কাল কাটান—সুতরাং ইনস্পেক্‌টর মহলে একাদশ বৃহস্পতি!!!

গুপুস্ করে তোপ পড়ে গ্যাল! কাকগুলো "কা কা"

করে বাসা ছেড়ে উড়বার উর্জ্জুগ কল্লে। দোকানিরা দোকানের ঝাপ্তাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার উজ্জুগ কচ্ছে। ক্রমে ফরসা হয়ে এলো— মাচের ভারিরা দৌড়ে আস্‌তে লেগেচে—মেচুনিরা ঝকড়া কত্তে কত্তে তার পেচু পেচু দৌড়েছে। বদ্দিবাটির আলু, হাসনানের বেগুন, বাজরা বাজরা আস্‌চে। দিশি বিলিতি যমেরা অবস্থা ও রেস্ত মত গাড়ি পাল্কি চড়ে ভিজিটে বেরিয়েচেন—জ্বর বিকার ওলাউঠোর প্রাদুর্ভাব না পড়লে এঁদের মুখে হাঁসি দেখা যায় না—উলো অঞ্চলে মড়ক হওয়াতে অনেক গোদাগাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করে নেছেন; কলিকাতা সহরেও দুচার গোদা-গাকে প্রাক্‌টিস্‌ কত্তে দেখা যায়, এদের অষুধ চমৎকার, কেউ বলদের মতন রোগীর নাকফুড়ে আরাম করেন; কেউ শুদ্ধ জল খাইয়ে সারেন। সহুরে কবিরাজরা আবার এঁদের হতে এক কাটি সরেশ, সকল রকম রোগেই “সদ্য মৃত্যুশ্বর ব্যবস্থা করে থাকেন—অনেকে চাণক্য শ্লোক ও দাতাকর্ণের পুঁথি পড়েই চিকিৎসা আরম্ভ করেচেন!

টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরে কাপড় বগলে করে স্নান কত্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে। আদ বুড়ো বেতোরা মর্নিংওয়াকে বেরুচ্চেন। উড়ে বেহারারা দাতন হাতে করে স্নান কত্তে দৌড়েছে। ইংলিসম্যান, হরকরা, ফিনিক্‌স, এক্‌সচেঞ্জ গেজেট, গ্রাহক-দের, দরজায় উপস্থিত হয়েচে—হরিণমাংসের মত কোন কোন বাঙ্গালা খবরের কাগজ বাসি না হলে গ্রাহকরা পান না—ইংরাজি কাগজের সে রকম নয়, গরম গরম ব্রেকফা-

ষ্টের সময় গরম গরম কাগজ পড়াই আবশ্যক। ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন।

সেকসন লেখা কেরাণির মত কলুর ঘাণির বলদ বদলি হলে; পাগড়িবাঁধা দলের প্রথম ইন্‌সটল্‌মেন্টে—সিপ্‌সরকার ও বুকিংক্লার্ক দেখা দিলেন। কিছু পরেই পরামাণিক ও রিপুকর্ম্ম বেরুলেন। আজ গবর্মেন্টের আফিস বন্দ সুতরাং আমরা ক্লার্ক, ক্যারাণি, বুক কিপার ও হেড রাইটরদিগকে দেখ্‌তে পেলাম না। আজ কাল ইংরাজি লেখা পড়ার আধিক্যে অনেকে নানা রকম বেশ ধরে আফিসে যান—পাগড়ি প্রায় উঠে গ্যাল—দুই এক জন সেকেলে—কেরাণীরাই চিরপরিচিত পাগড়ির মান রেখেছেন, তাঁরা পেনসন্ নিলেই আমরা আর কুঠিওয়ালা বাবুদের মাথায় পাগড়ি দেখ্‌তে পাবো না; পাগড়ি মাথায় দিলে আলবার্ডফেসানের বাঁকা সিতেটি ঢাকা পড়ে এই এক প্রধান দোষ। রিপুকর্ম্ম ও পরামাণিকদের পাগড়ি প্রায় থাকে না থাকে হয়েছে।

দালালের কখনই অব্যাহতি নাই। দালাল সকালে না খেয়েই বেরিয়েচে. হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হক না চোটাখোর বেণের ঘরে, ও টাকাওয়ালা বাবুদের বাড়িতে একবার যেতেই হবে—"কার বাড়ি বিক্রি হবে," "কার বাগানের দরকার" "কে টাকা ধার কর্‌বে" তাহারই খবর রাখা দালালের প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার বেণে সহরে বাবুরা, দালাল চাকর রেখে থাকেন, দালালেরা শীকার ধরে আনে—বাবু আড়ে গেলেন!

দালালি কাজটা ভাল, "নেপো মারে দইয়ের মতন" এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্র লোকের ছেলেও গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে দালালি কত্তে দেখা যায়, অনেক "রেস্ত

হীন মুচ্ছুদ্দী” “চারবার ইন্‌সালভেন্ট” এখন দালালী ধরে-ছেন। অনেক পদ্মলোচন দালালীর দৌলতে “কলাগেছে থাম” ফেঁদে ফেল্লেন—এঁরা বর্ণচোরা আঁব, এঁদের চেনা ভার, না পারেন হেন কর্ম্মই নাই। পেসাদার চোটাখোর বেণে—ও ব্যাভারবেণে বড় মানুষের ছলনারূপ নদীতে বেঁউতিজাল পাতা থাকে, দালাল বিশ্বাসের কলসী ধরে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন, সুতরাং মনের মতন কটাল হলে চুনো পুঁটিও এড়ায় না।

ক্রমে গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে সাতটা বেজে গেলো। সহরে কান পাতা ভার। রাস্তায় লোকারণ্য, চার দিকে ঢাকের বাদ্যি, ধূনোর ধোঁ, আর মদের দুর্গন্ধ। সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলকি, সুতোশোন, সাপ, ছিপ ও বাঁশ ফুড়ে এক বারে মরিয়া হয়ে নাস্তে নাস্তে কালীঘাঠ থেকে আস্‌চে। বেশ্যালয়ের বারাণ্ডা ইয়ার গোচের ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ, সকের দলের পাঁচালি ও হাপ্‌ আকড়ায়ের দোয়ার, গুল গার্ডনের মেম্বরই অধিক—এঁরা গাজোন দ্যাখবার জন্য ভোরের ব্যালা এসে জমেছেন।

এদিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষ্‌দের বৈঠকখানা সরগরম হচ্চে। কেউ শিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন। কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও—“সাত পুরুষের ক্রিয়া কাণ্ড” বলেই চড়কে আমোদ করেন; বাস্তবিক তিনি এতে বড় চটা, কি করেন, বড় দাদা, সেজো পিসে বর্ত্তমান—আবার ঠাকুরমার এখনো কাশী প্রাপ্তি হয় নাই।

অনেকে চড়ক, বাণফোঁড়া, তরওয়াল ফোঁড়া দেখ্‌তে ভাল বাসেন; প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন পৌত্তুর ছোট ছেলে ও কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ভাসান দেখ্‌তে বেরোন।

অনেকে বুড়ো মিন্‌সে হয়েও হীরে বসান টুপি, বুকে জরির কারচোপের কর্ম্ম করা কাবা ও গলায় মুক্তর মালা, হীরের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটী পরে "খোকা" সেজে বেরুতে লজ্জিত হন না; হয়ত তাঁর প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স যাটবৎসর—ভাগ্‌নের চুল পেকে গ্যাছে।

অনেক পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও রাজারা মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় পদার্পণ করে থাকেন। নেজামত আদালতে নম্বরওয়ারী ও মোৎফরেক্কার তদ্বির কত্তে হলে ভবানীপুরেই বাসার ঠিকানা হয়। কলিকাতার হাওয়া পাড়াগেঁয়ের পক্ষে বড় গরম। পূর্ব্বে পাড়াগেঁয়ে কলিকাতায় এলে লোণা লাগ্‌ত, এখন লোণা লাগার বদলে আর একটি বড় জিনিষ লেগে থাকে—অনেকে তার দরুণ এক বারে আঁৎকে পড়েন—ঘাগি গোচের পাল্লায় পড়ে শেষ সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বাড়ি যেতে হয়। পাড়াগেঁয়ে দুই এক জন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান। দুকুর ব্যালা ফেটিং গাড়ি চড়া, পাঁচালী বা চণ্ডীর গানের পেলেদের মতন চেহারা, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশ বার মো-সাহেব সঙ্গে বাইজানের ভেড়ুয়ার মত পোষাক, গলায় মুক্তার মালা—দেখ্‌লেই চেনা যায় যে, ইনি এক জন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্ত্তিমান্ মা! বিসর্জ্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা নাচ আর ঝুমুরের প্রধান ভক্ত—মধ্যে মধ্যে খুনি মামলার গ্রেপ্তারী ও মহাজনের ডিক্রীর দরুণ গা ঢাকা দেন। রবিবার পাল পার্ব্বণ বিসর্জ্জন আর স্নানযাত্রায় সেজে গুজে গাড়ি চোড়ে বেরোন!

পাড়াগেঁয়ে হলেই যে এই রকম উনপাঁজুরে হবে, এমন কোন কথা নাই। কারণ দুই এক জন জমীদার মধ্যে মধ্যে

কলিকাতায় এসে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ও প্রশংসা নিয়ে যান। তাঁরা সোণাগাছীতে বাসা করেও সে রঙ্গে বিব্রত হন না; বরং তাঁদের চালচুল দেখে অনেক সহুরে তাক্ হয়ে থাকেন। আবার কেউ কাশীপুর বোড়স্যা ভবানীপুর ও কালীঘাটে বাসা করে, চব্বিশ ঘণ্টা সোণাগাছীতেই কাটান, লোকের বাড়ী চড়োয়া হয়ে দাঙ্গা করেন; তার পরদিন প্রিয়তমার হাত ধরে যুগলবেশে জেটা খুড়া বাবার সঙ্গে পুলিসে হাজির হন, ধারে হাতি কেনেন। পেমেন্টের সময় ঠ্যাঙ্গাঠেঙ্গী উপস্থিত হয়—পেড়াপেড়ী হলে দেশে সরে পড়েন,—সেথায় রামরাজ্য!

জাহাজ থেকে নতুন সেলার নামলেই যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে সেই রকম পাড়াগেঁয়ে বড় মানুষ সহরে এলেই প্রথমে দালাল পেস হন। দালাল, বাবুর সদর মোক্তারের অনুগ্রহে বাড়ি ভাড়া করা, গাড়ীর যোগাড় করা, খ্যাম্‌টা নাচের বায়না করা, প্রভৃতি রকমওয়ারি কাজের ভার পান ও পলিটিকেল এজেন্টের কাজ করেন। সাতপুকুরের বাগান, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়ম—বালির ব্রিজ,—বাগবাজারের খালের কলের দরজা—রকমওয়ারি বাবুর সাজান বৈঠকখানা,—ও দুই এক নামজাদা বেশ্যার বাড়ী নিয়ে বেড়ান। ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌তে পার্‌লে দালালের বাবুর কাছে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি হয়ে পড়ে। কিছুকাল বড় আমোদে যায়, শেষে বাবু টাকার টানিটানিতে বা কর্ম্মান্তরে দেশে গেলে দালাল এজেন্টী কর্ম্মে মকরর হন।

আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েছেন, প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গোবরের বসট। "দ্বিতীয় ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ"। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি

কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ডিকান্‌টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোনার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া,—হরকরা, ইংলিসম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলটিক্স ও বেষ্ট নিউস অবদি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন! এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত, কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত হয়েছে; এঁরাই ওলড ক্লাস!

দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাম্বর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বলতে গেলে এঁরা একরকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চুরি কত্তে গেলে মদ ঠোঁটে দিয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এঁরা সেই রূপ স্বার্থ সাধনার্থ স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন। "ক্যামন করে আপনি বড় লোক হব" "ক্যামন করে সকলে পায়ের নীচে থাকবে," এই এঁদের নিয়ত চেষ্টা—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এদের কাছে দাতব্য দুরপরিহার—চার আনার বেসী দান নাই।

সকাল বেলা সহরের বড় মানুষদের বৈঠকখানা বড় সরগরম থাকে। কোথাও উকীলের বাড়ির হেড কেরাণি তীর্থের কাকের মত বসে আচেন। তিন চারটি "ইকুটী" দুটী "কমনুলা" আদালতে ঝুলচে। কোথাও পাওনাদার, বিলসরকার, উটনোওয়ালা মহাজন খাতা, বিল ও হাতচিঠে নিয়ে তিন মাস হাঁটচে, দেওয়ানজী কেবল আজ না কাল কচ্চেন। "শমন," "ওয়ারিন" "উকীলের চিঠি" ও "সফিনে" বাবুর অলঙ্কার হয়েচে। নিন্দা, অপমান তৃণজ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরী,

ছলনা, মনে করে অন্তর্দ্দাহ কর্চ্চে "য়্যায়সা দিন নেহি রহেগা," অঙ্কিত আংটি অঙ্গুলে পরেচেন; কিন্তু কিছুতেই শান্তি লাভ কত্তে পাচ্চেন না।

কোথাও এক জন বড় মানুষের ছেলে অল্প বয়সে বিষয় পেয়ে কান্নে খেকো ঘুঁড়ির মত ঘুচ্চেন। পরশু দিন "বউ বউ" "লুকোচুরি" "ঘোড়া ঘোড়া" খেলেচেন, আজ তাঁকে দাওয়ানজীর কটুকচালে খতেনের গোঁজা মিলন ধত্তে হবে, উকীলের বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর রেখে সরে বসতে হবে, নইলে ওঠ্‌নার কিস্তিতেই মাৎ! ছেলের হাতে ফল দেখ্‌লে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষতো কোন্‌ছার,--কেউ "স্বর্গীয় কর্ত্তার পরম বন্ধু" কেউ স্বর্গীয় কর্ত্তার "মেজো পিসের মামার খুড়োর পিস্‌তুতো ভেয়ের মামাতো ভাই" পরিচয় দিয়ে পেস হচ্চেন "উমেদার" "কন্যাদায়" (হয়ত "কন্যা দায়ের" বিবাহ হয় নাই) নানা রকম লোক এসে জুঠচেন; আসল মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডোবান রয়েচে—সময়ে আমলে আস্‌বে।

ক্রমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েচে। চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পূরে গ্যাছে। নানা রকম রকম বেশ—কারুর কফ্‌ ও কলারওয়ালা কামিজ, রুপোর বগলস আঁটা সাইনিং লেদর, কারো ইণ্ডিয়া রবর আর চায়না কোট, হাতে ইষ্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গাড চেন গলায়, আলবার্ট ফেসানে চুল ফেরানো। কলিকাতা সহর রত্নাকরবিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দু পাশে অনেক আমোদগেঁড়ে মহাশয়েরা দাঁড়িয়েচেন; ছোট আদালতের উকীল, সেকস্‌ন্‌ রাইটর, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে, তেলী, ঢাকাই কামার আর ফলারে যজ্‌মেনে বামুনই অধিক—কারু কোলে দুটি মেয়ে—কারু তিন্‌টে ছেলে।

কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন—কাচে ক্যাটি ক্বষ্ট ভায়া—স্ুবর্দ্ধন চৌকিদারের মত পোসাক—পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কাল রঙ্গের চোঙ্গাকাটা টুপী। আদালতী স্বরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত কচ্চেন—হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন পুতুল নাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাটশালের ছেলে ও ফি্‌ওয়ালা এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিক্বষ্ট কি বলচেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না। পূর্ব্বে বওয়াটে ছেলেরা বাপ মার সঙ্গে ঝকড়া করে পশ্চিমে পালিয়ে যেতো, না হয় খ্রীষ্টান হত, কিন্তু রেলওয়ে হওয়াতে পশ্চিমে পালাবার বড় ব্যাঘাত হয়েছে—আর দিশী খ্রীষ্টানদের দুর্দ্দশা দেখে খ্রীষ্টান হতেও ভয় হয়।

চিৎপুরের বড় রাস্তা মেঘ কল্লে কাদা হয়—ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে ভুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশ বেঁদে কাঁদে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে—তার পেচোনে এলো মেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সংগেতে “ভোলা বোম্‌ ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দলে হাড়ের মালা,” ভজন গাইতে গাইতে চলেচে। তার পেচনে বাবুর অবস্থামত তকমাওয়ালা দরোয়ান হরকরা, সেপাই। মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় শিব ও পার্ব্বতী সাজা সং। তার পেচনে কতক গুলো সন্ন্যাসী দশলকী ফ্‌ুড়ে ধুনো পোড়াতে পোড়াতে নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেচে। পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফ্‌ুড়ে চলেচে। লম্বা লম্বা ছিপ, উপরে শোলার

চিংড়ি মাছ বাঁধা। সেটকে সেট ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে রং বাজাচ্চে। পেচনে বাবুর ভাগনে, ছোট ভাই বা পিসতুতো ভেয়েরা গাড়ি চড়ে চলেচেন—তাঁরা রাত্রি তিনটের সময় উঠেচেন, চোক লাল টক্ টক্ কচ্চে, মাথা ভবানীপুরে ও কালিঘেটে ধুলোয় ভরে গিয়েছে। দর্শকেরা হা করে গাজন দেখচেন, মধ্যে বাজনার শব্দে ঘোঁড়া খেপেচে—হুড় মুড় করে কেউ দোকানে কেউ খানার উপর পড়চেন, রৌদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে—তথাপি নড়চেন না।

ক্রমে পুলিসের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেট ঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উত্তরে গেছে; অমনি মার্শল ল জারী হলো, ঢাক বাজালে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁতকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সহরটা কিছুকালের মত জুড়ুলো। বেণোরা বাণ খুলে মদের দোকানে ঢুক্‌লো। সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাত পাখায় বাতাস ও হাঁড়ি হাঁড়ি আমানি খেয়ে ফেল্লে। গাজন তলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো—একছরের মত বাণ ফোঁড়ার আমোদও ফুরুলো। এই রকমে রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যাল।

আজ বৎসরের শেষ দিন। যুবত্ব কালের এক বৎসর গ্যাল দেখে যুবক যুবতীরা বিষণ্ণ হলেন। হতভাগ্য কয়েদীর নির্দ্দিষ্ট কালের এক বৎসর কেটে গ্যাল দেখে আহ্লাদের পরীসীমা রইল না। আজ বুড়টি বিদেয় নিলেন, কাল যুবটি

আমাদের উপর প্রভাত হবেন। বুড় বৎসরের অধীনে আমরা যে সব কষ্ট ভোগ করেছি, যে সব ক্ষতি স্বীকার করেছি—আগামীর মুখ চেয়ে আশার মন্ত্রণায় আমরা সে সব মনে থেকে তাঁরেই সঙ্গে বিসর্জ্জন দিলেম। ভূত কাল যেন আমাদের ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেলেন—বর্ত্তমান বৎসর স্কুল মাষ্টারের মত গম্ভীর ভাবে এসে পড়্‌লেন—আমরা ভয়ে হর্ষে তটস্থ ও বিস্মিত! জেলার পুরাণ হাকিম বদলী হলে নীল প্রজাদের মন যেমন ধুকুপুকু করে স্কুলে নতুন ক্ল্যাসে উঠ্‌লে নতুন মাষ্টারের মুখ দেখে ছেলেদের বুক্ যেমন গুর্ গুর্ করে—মড়ঞ্চে পোয়াতীর বুড বয়েসে ছেলে হলে মনে যেমন মহান্ সংশয় উপস্থিত হয়; পুরাণর যাওয়াতে নতুনের আসাতে আজ সংসার তেমনি অবস্থায় পড়লেন।

ইংরেজরা নিউইয়ারের বড় আমোদ করেন। আগামীকে দাড়াগুয়া পান দিয়ে বরণ করে্য ন্যান—নেশার খোঁয়ারির সঙ্গে পুরাণকে বিদায় দেন। বাঙ্গালিরা বছরটী ভাল রকমেই যাক আর খারাবেই শেষ হক; সজ্‌নে খাড়া চিবিয়ে ঢাকের বাদ্দি আর রাস্তার ধূলো দিয়ে পুরাণকে বিদায় দ্যান। কেবল কল্‌সি উচ্ছুগ্‌গু কর্ত্তারা আর নতুন খাতাওয়ালারাই নতুন বৎসরের মান রাখেন।

আজ চড়ক। সকালে ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মরা একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করেচেন—আবার অনেকে ব্রাহ্ম কলসি উচ্ছুগ্‌গু কর্‌বেন। এ বারে উক্ত সমাজের কোন উপাচার্য্য বড় ধূম করে কালী পূজো করেছিলেন ও বিধবাবিবাহে যাবার প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে জমিদারের বাড়ি শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করে গোবর খেতেও ত্রুটি করেন নি। আজ কাল

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মর্ম্ম বোঝা ভার, বাড়িতে দুর্গোৎসবও হবে আবার কি বুধবারে সমাজে গিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে মড়া কান্না কাঁদ্‌তেও হবে। পরমেশ্বর কি খোট্টা না মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ? যে বেদ ভাঙ্গা সংস্কৃত পদ ভিন্ন অন্য ভাষায় তাঁরে ডাকলে তিনি বুঝতে পার্‌বেন না—আড্‌ডা থেকে না ডাক্‌লে শুন্‌তে পাবেন না; ক্রমে ক্রশ্চানী ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আড়ম্বর এক হবে, তারি যোগাড় হচ্চে।

চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেন্ধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েচে। ক্রমে রোদ্দ্‌রের তেজ পড়ে এলে চড়কতলা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো। সহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ী, ফেটীং ও ষ্টেট ক্যারেজে নানা রকম পোষাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েচেন, কেউ কাঁসারীদের সংএর মত পালকী গাড়ীর ছাতের উপর বসে চলেচেন—ছোট লোক বড়মানুষ ও হঠাৎ বাবুই অধিক।

অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই—বামুন কাএতরা ক্রমে সভ্য হয়ে উঠলো দেখে সহরের নবশাক, হাড়িশাক, মুচিশাক, মহাশয়রাও হামা দিতে আরম্ভ কল্লেন, ক্রমে ছোট জেতের মধ্যেও দ্বিতীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর বিদ্যেসাগর ও কেশব সেন জন্মাতে লাগলো—সন্ধ্যার পর দুগাছী আটা ও একটু ন্যাব্‌ড়ানের বদলে—ফাউলকরী ও রোল রুটি ইণ্ট্রডিউস হলো। শ্বশুরবাড়ী আহার করা, মেয়েদের বাঁ নাক বেঁধান চলিত হলো, দেখে বোতলের দোকান, কড়িগণা, মাকুঠেলা ও ভালুকের লোম ব্যাচা, কলকেতায় থাকতে লজ্জিত হতে লাগ্‌লো। থরকামান চৈতন্য ফক্কার জায়গায় আলবার্ট ফেসান ভর্ত্তি হলেন। চাবির থলো কাঁদে করে টেনা ধুতী পরে দোকানে যাওয়

আর ভাল দেখায় না, সুতরাং অবস্থাগত জুড়ী, বগী ও ব্রাউনহাম বরাদ্দ হলো। এই সঙ্গে সঙ্গে বেকার ও উমেদারী হালোতের দু এক জন ভদ্র লোক মোসাহেব, তকমা আরদলী ওহরকরা দেখা যেতে লাগ্‌লো। ক্রমে কলে, কৌশলে, বেণেতী বেসাতে, টাকা খাটিয়ে অতি অল্প দিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোট লোক বড়মানুষ হন। রামলীলে, স্নানযাত্রা, চড়ক, বেলুন ওড়া, বাজি ও ঘোড়ার নাচ এঁরাই রেখেচেন— প্রায় অনেকেরই এক একটি পোষা পাশ বালিস আছে— "যে আজ্ঞে" ও "হুজুর আপনি যা বল্‌চেন, তাই ঠিক" বলবার জন্যে দুই এক গণ্ড মূর্খ বরাখুরে ভদ্র সন্তান মাইনে করা নিযুক্ত রয়েছে। শুভ কর্ম্মে দানের দফায় নবডঙ্কা! কিন্তু প্রতিবৎসরের গাডেন ফিস্‌টের খরচে—চার পাঁচটা ইউনি-ভারসিটি ফাউণ্ড হয়।

কলকেতা সহরের আমোদ শিগ্‌গির ফুরায় না, বারই-য়ারি পূজোর প্রতিমা পূজো শেষ হলেও বারো দিনে ফ্যালা হয় না। চড়কও বাসী, পচা, গলা ও ধসা হয়েথাকে—সে সব বল্‌তে গেলে পুথী বেড়ে যায় ও ক্রমে তেতো হয়ে পড়ে, সুতরাং টাট্‌কা চড়ক টাট্‌কা টাট্‌কাই শেষ করা গেল।

এ দিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরী, টিনের মহুরি দেওয়া তল্‌তা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং করা বাঁখারির চড়ক গাছ, ছেড়া ন্যাকড়ার তইরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানা প্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাড়ি বিক্রি কত্তে বসেচে "ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিঙ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং" ঢাকের বোল বাজ্জে। গোলাপি খিলির দোনা বিক্রী হচ্চে। এক জন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুড়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে এসে চড়ক গাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে—মৈয়ে করে তাকে

কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা।

“And these what name or titl e'er they bear,
——————— I speak of all—”
BEGGARS BUSH,

সোখীন চড়ক পার্ব্বণ শেষ হলো বল্লেই যেন দুঃখে সজনে খাড়া কেটে গেলেন। রাস্তার ধূলো ও কাঁকরেরা অস্থির হয়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। ঢাকিরা ঢাক ফেলে জুতো গড়তে আরম্ভ কল্লে। বাজারে দুদ সস্তা হলো (এত দিন গয়লাদের জল মেশাবার অবকাশ ছিল না) গন্ধবেণে ভালুকের রোঁ বেচতে বসে গেলেন। ছুতরেরা গুলদার ঢাকাই উডুনিতে কাঠের কুচো বাঁদতে আরম্ভ কল্লে। জন্মফলারে বজমেনে বামুনেরা

উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো। সকলেই আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে দড়ি ধরে কখন ছেড়ে পা নেড়ে ঘুত্তে লাগ্‌লো। কেবল "দে পাক দে পাক" শব্দ কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষ মাস! এক জনের পিঠ ফুড়ে ঘোরান হচ্চে, হাজার লোক মজা দেক্‌চেন।

পাঠক! চড়কের যথাকথঞ্চিৎ নক্‌সার সঙ্গে কলিকাতার বর্ত্তমান সমাজের ইন্‌সাইট জান্‌লে, ক্রমে আমাদের সঙ্গে যত পরিচিত হবে, ততই তোমার বহুজ্ঞতার বৃদ্ধি হবে, তাতেই প্রথমে কোট করা হয়েছে "সহর শিখাওয়ে কোতোয়ালী।"

আদ্য শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক সপিণ্ডীকরণ টাঁক্‌তে লাগ্‌লেন – তাই দেখে গরমি আর থাক্‌তে পাল্লেন না "ধরে আগুন" "জলে ডোবা" ও "ওলাউঠো" প্রভৃতি নানা রকম বেশ ধরে চার দিকে ছোড়িয়ে পড়্‌লেন।

রাস্তার ধারের কোড়ের দোকান, পচা নিচু ও আঁবে ভরে গ্যালো। কোথাও একটা কাঁটালের ভুঁত্‌ড়ির উপর মাচি ভ্যান ভ্যান কচ্চে, কোথাও কতকগুলো আঁবের আঁটি ছড়ান রয়েছে, ছেলেরা আঁটি ঘসে ভেঁপু করে বাজাচ্চে। মধ্যে এক পসলা বিষ্টি হোয়ে যাওয়ায় চিৎপুরের বড় রাস্তা কলারের পাতের মত দ্যাখাচ্চে – কুটিওয়ালারা জুতো হাতে করে বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার নীচে আর রাস্তার ধারের বেণের দোকানে দাঁড়িয়ে আছেন, – আজ ছক্কড় মহলে পোহাবারো।

কলকেতার কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, (গ্যাল ব্যানিক সকের) কাজ করে। সেকেলে আস-মানি দোলদার ছক্কড় যেন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই কলকেতা থেকে গাঢাকা হয়েচে – কেবল দুই একখানা আজও খিদিরপুর, ভবানীপুর, কালিঘাট, আর বারাসতের মায়া ত্যাগ কত্তে পারে নি বলেই আমরা কখন কখন দেখতে পাই।

"চারআনা!" "চারআনা!" "লালদিকি!" "তেরজুরী!" "এসো গো বাবু ছোট আদালত"! বলে গাড়োয়ানরা সৌখীন সুরে চীৎকার কচ্চে, – নবকন্ধাগমনের বউএর মত দুই এক কুটিওয়ালা গাড়ির ভিতর বসে আচেন – সঙ্গি জুটচে না। দুই এক জন গবর্মেন্ট আপিসের ক্যারাণি গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরের কসাকসি কচ্চেন। অনেকে চটে হেঁটেই চলেচেন, – গাড়োয়ানরা হাসি টিটকিরির সঙ্গে "তবে ঝাকা মুটেয় যাও, তোমাদের গাড়ি চড়া কর্ম্ম নয়"! কমপ্লিমেন্ট দিচ্চে।

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেচে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান গুলির আড্ডায় জমচেন। হেটো ব্যাপারিরে বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা সহর বড়ই গুলজার,—গাড়ির হররা সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠছে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।

বীরকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিমখাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া করে বারোইয়ারি পূজার বার্ষিক সাদতে বেরিয়েচেন।

বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবল চাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর, হাটখোলায় গদি; দশ বারটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাটের ও চূনের পাঁচ খান গোলা, নগদ দশ বার লাক টাকা দাদন ও চোটায় খাটে! কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন দেন হয়ে থাকে, বার মাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পূজোর সময় দশ বার দিনের জন্য বাড়ি যেতে হয়; এক খানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি রাঁড়, দুটি তেলি মোসাহেব, গড়পারে বাগান ও ছ ডেঁড়ে এক ভাউলে ব্যাভার আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির।

বীরকৃষ্ণ দাঁ শ্যামবর্ণ, বেঁটে খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, হাতে সোণার তাগা, কোমরে মোটা সোণার গোট, গলায় এক ছড়া সোণার দু-নর হার, আহ্নিকের সময় খ্যালবার তাসের মত চ্যাটালো সোণার ইষ্টি কবচ পরে থাকেন, গঙ্গাস্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কাণে ফোঁটাও ফাঁক যায় না। দাঁ মহাশয় বাঙলা ও

ইংরাজি নাম সই কত্তে পারেন ও ইংরেজ খদ্দের আসা যাওয়ায় ও দু চার ইংরাজি কোম্পানির কনট্র্যাক্টে "কম" আইস "গো," যাও প্রভৃতি দুই এক ইংরাজি কথাও আসে, কিন্তু দাঁ মহাশয়কে বড় কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তে হতো না, কানাই ধন দত্তই তাঁর সব কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তেন, দাঁ মশায় টানা পাখায় বাতাস খেয়ে; বগি চড়ে, আর এসরাজ বাজিয়েই কাল কাটান।

বার জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মরক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি "মা" ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন, গোলদার দোকানদার হেটোরাই বারোইয়ারি পূজোর প্রধান উদ্যোগী। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রী ও চালান হয়, মন পিছু এক কড়া, দু কড়া ও পাঁচ কড়ার হিসাবে বারোইয়ারি খাতে জমা হয়ে থাকে, ক্রমে দুই এক বৎসরের দস্তুরি বারই-য়ারি খাতে জম্‌লে মহাজনদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ও ইয়ার গোচের সৌখীন লোকের কাছেই ঐ টাকা জমা হয়, তিনি বারোইয়ারি পূজোর অধ্যক্ষ হন—অন্য চাঁদা আদায় করা, চাঁদার জন্য ঘোরা ও বারোইয়ারি সং ও রং তামাসার বন্দোবস্ত করাই তাঁর ভার হয়।

এবার ঢাকার বীরকৃষ্ণ দাঁই বারোইয়ারির অধ্যক্ষ হয়ে-ছিলেন, সুতরাং দাঁ মহাশয়ের আমমোক্তার কানাইধন দত্তই বারোইয়ারির বার্ষিক সাদা ও আর আর কাযের ভার পেয়েছিলেন।

দত্ত বাবুর গাড়ি রুনু রুনু ছুনু ছুনু করে শুঁড়ি ঘাটা লেনের এক কায়স্থ বড় মানুষের বাড়ীর দরজায় লাগ্‌লো। দত্ত বাবু তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে দরোয়ানদের কাছে

উপস্থিত হলেন। সহরের বড় মানুষের বাড়ীর দরোয়ানরা খোদ হুজুর ভিন্ন নদের রাজা এলেও খবর নদারক! "হোরির বক্‌সিস্‌" "দুর্গোৎসবের পার্ব্বণী" "রাখী পূর্ণিমার প্রণামি" দিয়েও মন পাওয়া ভার! দত্তবাবু অনেক ক্লেশের পর চার আনা কবুলে এক জন দরোয়ানকে বাবুকে এৎলা দিতে সম্মত কল্লেন। সহরের অনেক বড় মানুষের কাছে "কর্জ্জ দেওয়া টাকার সুদ" বা তাঁর "পৈতৃক জমিদারী" কিন্‌তে গেলেও বাবুর কাছে এৎলা হলে হুজুরের হুকুম হলে লোক যেতে পায়; কেবল দুই এক জায়গায় অবারিত দ্বার! এতে বড় মানুষদেরো বড় দোষ নাই "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" "উমেদার" "কন্যাদায়" "আইবুড়ো" ও "বিদেশী ব্রাহ্মণ" ভিক্ষুকদের জ্বালায় সহরে বড়মানুষদের স্থির হওয়া ভার। এঁদের মধ্যে কে মৌতাতের টানাটানীর জ্বালায় বিব্রত, কে যথার্থ দায়গ্রস্ত, এপিডেপিট্‌ কল্লেও বিশ্বাস হয় না। দত্ত বাবু আধ ঘণ্টা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, এর মধ্যে দশ বারো জনকে পরিচয় দিতে হলো, তিনি কিসের জন্যে হুজুরে এসেচেন—ও দুই একটা বেয়াড়া রকমের দরোয়ানি ঠাট্টা খেয়ে গরম হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর চার আনা দাঙ্গনে দরোয়ান ঢিকুতে ঢিকুতে এসে তাঁরে সঙ্গে করে নিয়ে হুজুরে পেস কল্লে।

পাঠক! বড়মানুষের বাড়ীর দরওয়ানের কথায়, এই খ্যানে আমাদের একটি গল্প মনে পড়ে গেল, সেটি না বলেও থাকাযায় না।

বছর দশ বারো হলো, এই সহরের বাগবাজার অঞ্চলের এক জন ভদ্র লোক তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে গুটিকত ফ্রেণ্ডকে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। জন্মতিথিতে

আমোদ করা হিন্দুদের ইংরেজদের কাপি করা প্রথা নয়, আমরা পুরুষ পরম্পরা জন্মতিথিতে গুড় দুব খেয়ে তিল বুনে মাছ ছেড়ে (যার যেমন প্রথা) নতুন কাপড় পরে প্রদীপ জ্বেলে, শাঁক বাজিয়ে আইবুড় ভাত খাবার মত— কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবকে সঙ্গে নিয়ে ভোজন করে থাকি। তবে আজ কাল সহরের কেউ কেউ জন্মতিথিতে বেতর গোছের আমোদ করে থাকেন। কেউ বেটের কোলে ষাট বৎসরে পদার্পণ করে আপনার জন্মতিথির দিন গ্যাসের আলোর গেট, নাচ ও ইংরেজদের খানা দিয়ে চোহেলের একশেষ করেন; অভিপ্রায় আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, তিনি আর ষাট বছর এমনি করে আমোদ করে থাকুন, চুলে ও গোঁপে কলপ দিয়ে জরির জামা ও হীরের কণ্ঠী পরে নাচ দেখ্‌তে বসুন,—প্রতিমে বিসর্জ্জন—স্নানযাত্রা ও রথে বাহার দিন। অনেকের জন্মতিথিতে বাগান টের পায় যে, আজ বাবুর জন্মতিথি, নেমন্তন্নেদের পা সারতে আফিসে এক হপ্তা ছুটি নিতে হয়। আমাদের বাগ্বাজারের বাবু সে রকমের কোন দিকেই যান নি, কেবল গুটিকতক কে গুকে ভাল করে খাওয়াবেন, এই তাঁর মতলব ছিল। এ দিকে ভোজের দিন নেমন্তন্নেরা এসে একে একে জুট্‌লেন, থাবার দাবার সকলি প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু সে দিন সকালে বাদলা হওয়ায় মাছ পাওয়া যায় নি। বাঙ্গালিদের মাছটা প্রধান খাদ্য, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা মাছের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন হতে লাগ্‌লেন; নানা স্থানে মাছের সন্ধানে লোক পাঠিয়ে দিলেন—কিন্তু কোন রকমেই মাছ পাওয়া গেল না—শেষ এক জন জেলে একটা সের দশ বারো ওজনের রুইমাছ নিয়ে উপস্থিত হল। মাছ দেখে কর্ম্মকর্ত্তার খুসীর আর সীমা রইলো না। জেলেযে

দাম বল্‌বে, তাই দিয়ে মাছটি নেওয়া যাবে মনে করে জেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন “বাপু এটির দাম কি নেবে? ঠিক বল, তাই দেওয়া যাবে” জেলে বল্লে মশাই! “এর দাম বিশঘা জুতো!” কর্ম্মকর্ত্তা “বিশঘা জুতো!” শুনে অবাক হয়ে রইলেন, মনে কল্লেন, জেলে বাদ্‌লা পেয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে, না হয়ত পাগল, কিন্তু, জেলে কোন রকমেই বিশঘা জুতো ভিন্ন মাছটি দেবে না, এই তার পণ হলো। নিমন্ত্রণে বাড়ির কর্ত্তা ও চাকরবাকরেরা জেলের এ আশ্চর্য্য দাম শুনে তারে কেউ পাগল কেউ মাতাল বলে ঠাট্টা মস্‌করা কত্তে লাগ্‌লো, কিন্তু কোন রকমেই জেলের গোঁ ঘুচ্‌লো না। শেষে কর্ম্মকর্ত্তা কি করেন, মাছটি নিতেই হবে, আস্তে আস্তে জেলেকে বিশঘা জুতো মাত্তে রাজি হলেন, জেলেও অম্লান বদনে পিট পেতে দিলে। দশঘা জুতো জেলের পিটে পড়বামাত্র, জেলে “মশাই! একটু থামুন, আমার এক জন অংশীদার আছে, বাকি দশঘা সেই খাবে, সে আপনার দরওয়ান দরজায় বসে আছে, তারে ডেকে পাঠান, আমি যখন বাড়ির ভিতর মাছ নিয়ে আস্‌ছিলাম, তখন মাছের অর্দ্ধেক দাম না দিলে আমারে ঢুক্‌তে দেবে না বলেছেল, সুতরাং আমিও অর্দ্ধেক বক্‌রা দিতে রাজি হয়ে ছিলাম।” কর্ম্মকর্ত্তা তখন বুঝ্‌তে পাল্লেন, জেলে কিজন্য মাছের দাম বিশঘা জুত চেয়ে ছিলো। দরওয়ানজীকে দরজায় বসে আর অধিকক্ষণ জেলের দামের বক্‌রার জন্য প্রতীক্ষে করে থাক্‌তে হলো না; কর্ম্মকর্ত্তা তখনি দরওয়ানজীকে জেলের বিশঘার অংশ দিলেন। পাঠক! বড়মানুষেরা এই উপন্যাসটি মনে রাখ্‌বেন।

হজুর দেড়হাত উঁচু গদির উপরে তাকিয়ে ঠেস্‌দিয়ে

বসে আছেন গা আহুল! পাশে মুন্‌সি মশায় চস্‌মা চোকে দিয়ে গেস্কারের সঙ্গে পরামর্শ কচ্চেন—সাম্‌নে কতকগুলো খোলা খাতা ও এক ঝুড়ি চোতা কাগজ আর এক দিকে চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাবুকে "ক্ষণজন্মা" "যোগভ্রষ্ট" বলে তুষ্ট কর্‌বার অবসর খুঁজচেন। গদির বিশহাত অন্তরে দুজন বেকার "উমেদার" ও এক জন বৃদ্ধ "কন্যাদায়" কাঁদো কাঁদো মুখ করে ঠিক্ "বেকার" ও "কন্যাদায়" হালতের পরিচয় দিচ্চেন। মোসাহেবরা খালি গায়ে ঘুর ঘুর কচ্চেন, কেউ হজুরের কাণে কাণে দুচার কথা কচ্চেন—হজুর ময়ূরহীন কার্ত্তিকের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রয়েছেন। দত্ত বাবু গিয়ে নমস্কার কল্লেন।

হজুর বারোইয়ারি পূজার বড় ভক্ত, পূজোর কদিন দিবা-রাত্রি বারইয়ারি তলাতেই কাটান, ভাগ্‌নে, মোসাহেব জামাই ও ভগিনীপতিরা বারোইয়ারির জন্য দিনরাত শশ-ব্যস্ত থাকেন।

দত্ত বাবু বারোইয়ারি বিষয়ক নানা কথা কয়ে হজুরি সবিস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ হাজার টাকা নিয়ে বিদেয় নিলেন, পেমে-ন্টের সময় দাওয়ানজী শতকরা দুটাকার হিসাবে দস্তরী কেটে ন্যান, দত্তজা ঘরপোড়া কাটের হিসাবে ও দাওয়ান-জীকে খুসি রাখ্‌বার জন্য তাতে আর কথা কইলেন না। এ দিকে বাবু বারোইয়ারি পূজোর ক রাত্তির, কোন্ কোন্ রকম পোসাক পর্‌বেন, তারই বিবেচনায় বিব্রত হলেন।

কানাই বাবু বারোইয়ারি বই নিয়ে না খেয়ে বেলা দুটো অবধি নানা স্থানে ঘুরলেন, কোথাও কিছু পেলেন, কোথাও মস্ত টাকা সই মাত্র হলো (আদায় হবে না তার ভয়

নাই) কোথাও গলা ধাক্কা, তামাশা ও ঠোনাটা ঠানাটাও সইতে হলো।

বিশ বচ্ছর পূর্ব্বে কলকেতার বারোইয়ারি চাঁদা সাদারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন--ব্রহ্মত্তর জমীর খাজনা সাদার মত লোকের উনোনে পা দিয়ে টাকা আদায় কত্তেন—অনেকে চোটের কথা কয়ে বড়মানুষেদের তুষ্ট করে টাকা আদায় কত্তেন।

একবার এক বারোইয়ারি একচক্ষু কাণা এক সোণার বেণের কাছে চাঁদা আদায় কত্তে যান, বেণে বাবু বড়ই কৃপণ ছিলেন, "বাবার পরিবারকে" (অর্থাৎ মাকে) ভাত দিতেও কষ্ট কত্তেন, তামাক খাবার পাতের শুষ্ক নলগুলি জমিয়ে রাখ্‌তেন্ এক বৎসরের হলে ধোবাকে বিক্রী কত্তেন, তাতেই পরিবারের কাপড় কাচার দাম উশুল হতো। বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা বেণে বাবুর কাছে চাঁদার বই ধল্লে তিনি বড়ই রেগে উঠ্‌লেন ও কোনমতে এক পয়সাও বারোইয়ারিতে বেজায় খরচ কত্তে রাজি হলেন না, বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ঠাউরে ঠাউরে দেখ্‌লেন, কিন্তু বাবুর বেজায় খরচের কিছুই নিদর্শন পেলেন না—তামাক গুলি পাকিয়ে কোম্পানির কাগজের সঙ্গে বাক্সমধ্যে রাখা হয়—বালিসের ওয়াড়, ছেলেদের পোসাক, বেণে বাবু অবকাশমত স্বহস্তেই সেলাই করেন—চাকরদের কাছে (এক জন বুড়ো উড়েমাত্র) তামাকের গুল, মুড়ো খেংরার দিনে দুবার নিকেশ নেওয়া হয়—ধুতি পুরণো হলে বদল দিয়ে বাসন কিনে থাকেন—বেণে বাবুর ত্রিশলক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, এ সওয়ায় তার সুদ ও চোটায় বিলক্ষণ দশটাকা আস্‌তো, কিন্তু তার এক পয়সা খরচ কত্তেন না। (পৈতৃক পেসা)

খাট্টি টাকায় মাকু চালিয়ে যা রোজগার কত্তেন, তাতেই সংসার নির্ব্বাহ হতো; কেবল বাজে খরচের মধ্যে একটা চক্ষু, কিন্তু চসমায় দুখানি পরকোলা বসান; তাই দেখে বারোইয়ারির অধ্যক্ষেরা ধরে বসলেন "মশাই! আপনার বাজে খরচ ধরা পড়েচে, হয় চসমাখানির একখানি পরকোলা খুলে ফেলুন, নয় আমাদের কিছু দিন।" বেণে বাবু এ কথায় খুসি হলেন, শেষে অনেক কষ্টে দুটি সিকি পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হয়েছিলেন।

আর এক বার এক দল বারোইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ সহরের সিংগি বাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিংগি বাবু সে সময় আফিসে বেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা চার পাঁচ জনে তাঁহাকে ঘিরে ধরে "ধরেছি" "ধরেছি" বলে চেঁচাতে লাগ্‌লেন। রাস্তায় লোক জমে গ্যালো সিংগি বাবু অবাক—ব্যাপারখানা কি? তখন এক জন অধ্যক্ষ বল্লেন, "মহাশয়! আমাদের অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পুজোয় মা ভগবতী সিংগির উপর চড়ে কৈলাশ থেকে আস্‌ছিলেন, পথে সিংগির পা ভেঙ্গে গ্যাছে; সুতরাং তিনি আর আস্‌তে পাচ্চেন না, সেই খানেই রয়েছেন; আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন, যে যদি আর কোন সিংগির যোগাড় কত্তে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয়! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিংগির দেখা পেলাম না; আজ ভাগ্য ক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোন মতে ছেড়ে দেবো না—চলুন! যাতে মার আসা হয়, তারই তদ্‌বির কর্‌বেন।" সিংগি বাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চাঁদায় বিলক্ষণ দশটাকা সাহায্য কল্লেন।

এ ভিন্ন বারোইয়ারি চাঁদা সাধারণ বিষয় নানা উদ্ভট

কথা আছে, কিন্তু এখানে সে সকল উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পূজো আর কোথাও হতো না, "আচাভো" "বোম্বাচাক" প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজরা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখ্‌তে যেতেন; লোকের এত জনতা হতো যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিলো, চোরেরা আণ্ডীল হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু গরিব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়েনি। গুপ্তিপাড়া, কাচড়াপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকেতার নিকটবর্ত্তী পল্লিগ্রামে কবার বড় ধুম করে বারোইয়ারি পূজো হয়েছিলো। এতে টক্করা টক্করিও বিলক্ষণ চলেছিলো। একবার শান্তিপুর-ওয়ালারা পাঁচলক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পূজো করেন; সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জ্জনের দিনে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জ্জন কত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়া-ওয়ালারা "মার" অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁধে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়।

এখন আর সে কাল নাই; বাঙ্গালি বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে সভ্য হয়েচেন। গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাঁড় ছিঁড়ে পরা, মুক্ত ভস্মের চুণ দিয়ে পান খাওয়া আর শোনা যায় না। কুকুরের বিয়েয় লাক টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান কত্তে যাওয়া সহরে অতি কম হয়ে পড়েচে। আজ্জা হজুর উচুগদি কার্ত্তিকের মত বাউরি চুল, এক পাল বরাখুরে মোসাহেব, রক্ষিত বেশ্যা অর

পাকান কাছা——জলস্তম্ভ আর ভূমিকম্পোর মত "কখ-নোর" পাল্লায় পড়েছে!

কায়স্থ ব্রাহ্মণ বড় মানুষ (পাড়াগেঁয়ে ভূতেরা ছাড়া) প্রায় মাইনে করা মোসাহেব রাখেন না; কেবল সহরে দু চার বেণে বড় মানুষই মোসাহেবদের ভাগ্যে সুপ্রসন্ন। বুক ফোলান, বাঁকা শিতি, পইতের গোচ্ছা গলায়, কুঁচের মত চক্ষু লাল, কাণে তুলোয় করা আতর, (লেখা পড়া সকল রকমই জানেন, কেবল বিস্মৃতিক্রমে বর্ণ পরিচয়টি হয় নাই) আমরা খালি সোণার বেণে বড় মানুষ বাবুদের মজলিশে দেখ্‌তে পাই।

মোসাহেবী পেসা উঠে গেলেই "বারোইয়ারি" "খেমটা" "চোহেল" ও "ফর্‌বার" লাঘব হবে সন্দেহ নাই!

সন্ধ্যা হয় হয় হয়েচে—গয়লারা দুদের হাঁড়া কাঁদে করে দোকানে যাচ্চে। মেচুনীরে আপনার পাটা, বটি ও চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্চে। গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মৈ কাঁদে করে দৌড়ুচ্চে-থানার সাম্‌নে পাহারাওলাদের প্যারেড (এঁরা লড়াই করবেন, কিন্তু মাতাল দেখে ভয় পান) হয়ে গিয়েচে। ব্যাঙ্কের ভেটো কেরানীরে ছুটি পেয়ে-চেন। আজ এ সময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধুম—অধ্য ক্ষরা একত্র হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারি নমুনো দেখাবেন; কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের কর্‌বে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত!

ফৌজদ্দরী বালাখানা থেকে ভাড়া করে এনে কুড়িটি বেল লালঠন (রং বেরং—সাদা, গ্রিন, লাল) টাঙ্গান হয়েচে। উঠোনে প্রথমে খড়, তার উপর দরমা, তার উপর মাঁদরাজি

খেরোর জাজিম হাস্‌চে। দাঁড়িপাল্লা, চ্যাটা, কুলো ও চালুনীরে গণি ব্যাগ ও ছেঁড়া চটের আস পাশ থেকে উঁকী ঝুকী মাচ্চে—আজ তারা ঘরজামাই ও অন্নদাস ভাগ্‌নেদের দলে গণ্য!

বীরকৃষ্ণ বাবু ধুপছায়া চেলীর জোড় ও কলার কপ ও প্লেট্‌ওয়ালা (ঝাড়ের গেলাপের মত) কামিজ ও ঢাকাই ট্যারচা কাজের চাদরে শোভা পাচ্চেন, রুমালটি কোমরে বাঁদা আচে-সোণার চাবির শিকলী কোঁচা কামিজের উপর ঘড়ির চেনের অফিসি এটিং হয়েচে!

পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠ্‌লো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনসী, ছিরে বেণে, ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আসা সোটা ও রাজা খেতাপ, ইণ্ডিয়া রবরের জুতো ও শান্তিপুরের ডুরে উড়্‌নির মত, রাস্তায় পাদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগ্‌লো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্ন যেতে লাগ্‌লো, তাই দেখে হিন্দুধর্ম্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ, পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখ্‌ড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার দলেরা জন্ম গ্রহণ কল্লে। সহরের যুবকদল গোখুরী ঝকমারী ও পক্ষির দলে বিভক্ত হলেন! টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠ্‌লেন। রামা মুদ্দফরাস, কেষ্টা বাগ্‌দি, পেঁচো মল্লিক ও ছুঁচো শীল কল্‌কেতার কায়েত বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠ্‌লো। এই সময়ে হাফ আখড়াই ও ফুল আখ্‌ড়াই

সৃষ্টি হয় ও সেই অবধি সহরের বড় মানুষরা হাফ আখ্-ড়াইয়ে আমোদ কত্তে লাগ্‌লেন। শামবাজার, রামবাজার, চক ও সাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্ম্মা বাবুরো এক এক হাফ আখড়াই দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার, পাড়া ও দলস্থ গেরস্ত গোছ হাড়হাবাতেরা সৌখিন দোহ-রের দলে মিশ্‌লেন। অনেকের হাফ আখ্‌ড়াইয়ের পুণ্যে চাকরী জুটে গ্যালো। অনেকে পূজুরী দাদা ঠাকুরের অবস্থা হতে একেবারে আমীর হয়ে পড়্‌লেন—কিছু দিনের মধ্যে তক্‌মা, বাগান, জুড়ী ও বালাখানা বনে গ্যালো!

আমরা পূর্ব্বে পাঠকদের যে বারইয়ারি পূজার কথা বলে এসেচি, বীরকৃষ্ণ দাঁর উজ্জুগে প্রথম রাত্তির বারোইয়ারি তলায় হাফ আখ্‌ড়াই হবে, তার উজ্জুগ হচ্ছে।

ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বর বাড়িটীতে হাফ আখ্-ড়াইয়ের দল বসেচে—বীরকৃষ্ণ বাবু বগীচড়ে প্রত্যহ আড্-ডায় এসে থাকেন দোয়াররা কুটি থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ করে রাত্তির দশটার পর একত্রে জমেয়াৎ হন—ঢাকাই কামার, চাসা ধোপা, পুঁটে তেলি ও ফলারে বামুনই অধিক। মুখুয্যেদের ছোট বাবু অধ্যক্ষ! ছোট বাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম ও নেশায় শিবের বাবা! শরীর ডিগডিকে, পইতে গোচ্ছা করে গলায়, দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালা ও লালপেড়ে চক্রবেড়ের ধুতি পরে থাকেন। ডেড়ভরি আফিম, ডেড়শ ছিলিম গাঁজা ও এক জালা তাড়ী রোজকী মৌতাতের উট্‌নো বন্দবস্ত। পাল্‌পার্ব্বণে ও শনিবারে বেশী মাত্রায় চড়ান।

অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকারে ঘুরঘুট্টী—গুড় গুড় করে

নড়্চে না — মাটী থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে — পথিকেরা এক এক বার আকাশ পানে চাচ্চেন, আর হন্ হন্ করে চলেচেন — কুকুরগুলো খেউ খেউ কচ্চে — দোকানীরে ঝাপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জ্‌ুগ কচ্চে — গুড়ুম্ করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো। ধোপাপুকুর লেনের দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে আজ বড়ই ধূম। ঢাকার বীরকৃষ্ণ বাবু, চক বাজারের প্যালানাথ বাবু, দলপতি বাবুরো ও দু চার গাইয়ে ওস্তাদরাও আস্‌বেন। গাওনার সুর বড় চমৎকার হয়েচে — দোয়াররাও মিল ও তাল-দোরস্ত!

সময় কারুই হাত ধরা নয় — নদীর স্রোতের মত — বেশ্যার যৌবনের মত ও জীবের পরমায়ুর মত কারুই অপেক্ষা করে না! গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে দশটা বেজে গ্যালো, সোঁ সোঁ করে একটা বড় ঝড় উঠ্‌লো — রাস্তার ধুলো উড়ে যেন অন্ধকার আরো বাড়িয়ে দিলে — মেঘের কড় মড় কড় মড় ডাক ও বিদ্যুতের চমকিতে ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলেরা মার কোলে কুণ্ডুলি পাকাতে আরম্ভ কল্লে — মুসলের ধারে ভারী এক পসলা বিষ্টি এলো।

এদিকে দুইয়ের নম্বরের বাড়িতে অনেকে এসে জম্‌তে লাগ্‌লেন। অনেকে সকলের অনুরোধে ভিজে ঢ্যাপ ঢ্যাপে হয়ে এলেন। চারডেলে দিয়ালগিরিতে বাতি জ্বল্‌চে — মজলিস জক্ জক্ কচ্চে — পান, কলাপাতের এঁটো নল ও থেলো হুকোর কুরুক্ষেত্তর! মুখুয্যেদের ছোট বাবু লোকের খাতির কচ্চেন "ওরে" "ওরে" করে তাঁর গলা চিরে গ্যাচে। তেলি, ঢাকাই কামার ও চাসা ধোপা দোয়ারেরা এক পেট ফির্নি, মেটো, ঘন্টো ও আটা নেবুতান লুসে ফরসা ধুতি চাদরে ফিট্ হয়ে বসে আচেন —

অনেকের চক্ষুবুজে এসেচে – বাতির আলো জোনাকি পোকার মত দেখ্‌ছেন ও এক একবার ঝিম্‌কিনি ভাংলে মনে কচ্চেন যেন উড়্‌চি! ঘরটি লোকারণ্য – থাতায় থাতায় ঘিরে বসে আছেন – থেকে থেকে ককুড়ি টপ্‌পাটা চল্‌চে – অনেক সেয়ানা করমেসে জুতো যোড়াটি হয় পকেটে নয় পার নীচে রেখে চেপে বসেচেন – জুতো এমন জিনিস যে, দোয়ার দলের পরস্পরে বিশ্বাস নাই! চক বাজারের প্যালানাথ বাবুর অপেক্ষাতেই গাওনা বন্দ রয়েচে, তিনি এলেই গাওনা আরম্ভ হবে। দু একজন ধরতা দোয়ার প্যালানাথ বাবু আস্‌বার অপেক্ষায় থাকৃতে বেজার হচ্চেন – দু একজন "তাইত" বলে দাদার বোলে বোল দিচ্চেন; কিন্তু প্যালানাথ বাবু বারোইয়ারির একজন প্রধান ম্যানেজার, সৌখীন ও খোসপোসাকীর হদ্দ ও ইয়ারের প্রাণ! সুতরাং কিছুক্ষণ তাঁর অপেক্ষা না কল্লে তাঁরে অপমান করা হয় – ঝড়ই হক, বজ্রাঘাতই হক, আর পৃথিবী কেন রসাতলে যাক না, তাঁর এসব বিষয়ে এমনি সক্ যে, তিনি অবশ্যই আস্‌বেন!

ধরতা দোয়ার গোবিন্দ বাবু বিরক্ত হয়ে নাকী সুরে "মনালে বঁদিয়া" জিক্কুর টপ্‌পা ধরেচেন—গাঁজার হুকো এক বার এ থাকের পাশ মেরে ওথাকে গ্যালো। ঘরের এক কোণে হুকো থেকে আগুন পড়ে যাওয়ায় সে দিকের থাকেরা রল্লা করে উঠে দাঁড়িয়ে কোঁচা ও কাপড় ঝাড়্‌চেন ও কেমন করে পড়্‌লো। প্রত্যেকে তারই পঞ্চাশ রকম ডিপোজিসন দিচ্চেন—এমন সময় একখান গাড়ি গড়্ গড়্ করে এসে দরজায় লাগ্‌লো। মুখুয্যেদের ছোট বাবু মজ্‌লিস থেকে তড়াক্করে লাপিয়ে উঠে বারেণ্ডায় গিয়ে "প্যালানাথ বাবু! প্যালানাথ বাবু এলেন" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন – দোয়ারদলে

হুররে ও রৈ রৈ পড়ে, প্যালো—ঢোলে রং বেজে উঠ্‌লো। প্যালানাথ বাবু উপরে এলেন—সেকহ্যাণ্ড, গুড্‌ ইভনীং ও নমস্কারের ভিড় চুক্‌তে আদ্‌ঘণ্টা লাগ্‌লো।

চকবাজারের বাবু প্যালানাথ একহারা বেঁটেখেঁটে মানুষ, গত বৎসর পঞ্চাশ পেরিয়েচেন, বাবু বড় হিন্দু—একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোষ ও উত্থান ও শয়নে নির্জ্জলা করে থাকেন, বাবুর মেজাজ গরিব! সৌখীনের রাজা! ১২১৯ সালে সারবরন্‌ সাহেবের নিকট তিন মাসমাত্র ইংরিজি লেখা পড়া শিখেছিলেন, সেই সম্বলেই এত দিন চল্‌চে—সর্ব্বদা পোসাক ও টুপি পরে থাকেন; (টুপিটি এমনি হেলিয়ে হেলিয়ে পরা হয়ে থাকে যে, বাবুর ডান কাণ আচে কি না হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়) লক্ষ্ণৌ ফ্যাসানে (বাইয়ের ভেড়ুয়ার মত) চুড়িদার পায়জামা, রামজামা, কোমরে দোপটা ও বাঁকা টুপি তাঁর মনোমত পোসাক। প্যালানাথ বাবুর বাই ও খেমটা মহলে বড় মান! তাদের কোন দায় দকা পড়্‌লে বাবু আড় হয়ে পড়ে আফোতের তামাম করেন ও বাইয়ের অনুরোধে হিন্দুয়ানী মাথায় রেখে কাছা খুলে কয়তা দেন ও বারইয়ারের নামে তসবি পড়েন! মোসলমান মহলেও বাবুর বিলক্ষণ প্রতিপত্তি! অনেক লক্ষ্ণৌএ পাতি ও ইরানী চাঁপদাড়ি বাবুর বুজরকি ও কেরামতের অনিয়ম এনসাফ্‌ করে থাকেন! ইংরাজি কেতা বাবুর ভাল লাগে না; মনে করেন ইংরিজি লেখা পড়া শেখা শুদ্ধ্‌ কাজ চালাবার জন্য! মোসলমান সহবাসে প্রায় দিবা রাত্তির থেকে ঐ কেতাই এঁর বড় পচন্দ! সর্ব্বদাই নবাবি আমলের জাঁক জমক, নবাবি আমিরি ও নবাবি মেজাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া হয়।

এ দিকে দোয়াররা নতুন সুরের গান ধল্লেন। ধোপাপুকুর রন রন কত্তে লাগ্‌লো—ঘুমন্ত ছেলেরা মার কোলে চম্‌কে উঠ্‌লো—কুকুরগুলো খেউ খেউ করে উঠ্‌লো—বোধ হতে লাগ্‌লো যেন হাড়িরে গোটাকতক শুয়ার ঠেঙ্গিয়ে মার্‌চে! গাওনার নতুন সুর শুনে সকলেই বড় খুসি হয়ে সাবাস! বাহবা! ও শোভান্তরীর বৃষ্টি কত্তে লাগ্‌লেন—দোয়াররা উৎসাহ পেয়ে দ্বিগুণ চেঁচাতে লাগ্‌লো, সমস্ত দিন পরিশ্রম করে ধোপারা অঘোরে ঘুমুচ্ছিলো, গাওনার বেতরো আওয়াজে চম্‌কে উঠে খোঁটা ও দড়ি নিয়ে দৌড়ুলো! রাত্তির ছুটো পর্য্যন্ত গাওনা হয়ে শেষে সে রাত্তিরের মত বেদব্যাস বিশ্রাম পেলেন—দোয়ার, সৌখীন বাবু ও অধ্যক্ষরা অন্ধকারে অতি কষ্টে বাড়ি গিয়ে বিছানায় আড় হলেন।

এ দিকে বারোইয়ারি তলায় সংগড়া শেষ হয়েচে। এক মাস মহাভারতের কথা হচ্ছিলো, কাল তাও শেষ হবে; কথক বেদীর উপর বসে বৃষোৎসর্গের ষাঁড়ের মত ও বলিদানের মহিষের মত মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে রসিকতার একশেষ কচ্চেন, মূল পুঁথির পানে চাওয়া মাত্র হচ্চে, বস্তুত যা বল্‌চেন, সকলি কাশিরাম খুড়োর উচ্ছিষ্ট ও কোনটা বা স্বপাক। কথকতা পেসাটা ভাল দিব্য জলখাবার, দিব্য হাতপাখার বাতাস, কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন স্থলে আহার বিহারের আনুষঙ্গিক প্রহারটা সইতে হয়, সেইটেই মহান্ কষ্ট। পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি, রামধন তর্কবাগীশ, হলধর পঞ্চানন প্রভৃতি প্রধান প্রধান কথক ছিলেন; শ্রীধর অল্প বয়সে বিলক্ষণ খ্যাত হন। বর্ত্তমান দলে শাস্ত্রজ্ঞানের অপেক্ষা করেন না, গলাটা সাধা, চাণক্য শ্লোকের ছুআঁখর পাঠ, কীর্ত্তন অঙ্গের ছুটো পদাবলী মুখস্ত করেই মজুরা কত্তে বেরোন

ও বেদীতে বসে ব্যাস বধ করেন। কথা শোনবার ও সং দ্যাখ্‌বার জন্যে লোকের অসম্ভব ভিড় হয়েচে—কুমোর, ডাক্‌ওয়ালা ও অধ্যক্ষরা খেলো হুঁকোয় তামাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্চেন ও মিছেমিছি চেঁচিয়ে গলা ভাংচেন! বাজে লোকের মধ্যে দু এক জন আপনার আপনার কর্ত্তৃত্ব দেখাবার জন্যে "তফাৎ তফাৎ" কচ্চে, অনেকে গোছালো গোছের মেয়ে মানুষ দেখে সংএর তরজমা করে বোঝাচ্চেন! সংগুলি বর্দ্ধমানের রাজার বাংলা মহাভারতের মত, বুঝিয়ে না দিলে মর্ম্ম গ্রহণ করা ভার।

কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় পড়েচেন—অর্জ্জুন পাতালে বাণ মেরে ভোগবতীর জল তুলে খাওয়াচ্চেন। জ্ঞাতির পরাক্রম দেখে দুর্য্যোধন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েচেন। সংএদের মুখের ছাঁচ ও পোষাক সকলেরই এক রকম, কেবল ভীষ্ম দুদের মত সাদা, অর্জ্জুন ডেমার্টিনের মত কালো ও দুর্য্যোধন গ্রীন!

কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিমের দালালের মত পোসাক পরে বসে আচেন। কালিদাস, ঘটকর্প র, বরাহ, মিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চার দিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন—রত্নদের সকলেরই এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকী; হঠাৎ দেখ্‌লে বোধ হয় যেন এক দল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ী ঢোকবার জন্য দরয়ানের উপাসনা কচ্চে!

কোথাও শ্রীমন্ত দক্ষিণ মশানে চৌত্রিশ অক্ষরে ভগবতীর স্তব কচ্চেন, কোটালরা ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচে—শ্রীমন্তের মাথায় সালের সামলা, হাফ ইংরিজি গোছের চাপকান ও পায় জামা পরা; ঠিক যেন একজন হাইকোর্টের প্লাডার প্লিড কচ্চেন!

এক জায়গায় রাজসূয় যজ্ঞ হচ্চে—দেশ দেশান্তরের রাজারা চার দিকে ঘিরে বসেচেন—মধ্যে ট্যানা পরা হোতা পোতা বামুনরা অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে হোম কচ্চেন, রাজাদের পোসাক ও চেহারা দেখ্‌লে হঠাৎ বোধ হয় যেন, একদল দরওয়ান স্যাক্‌রার দোকানে পাহারা দিচ্চে !

কোন খানে রাম রাজা হয়েচেন—বিভীষণ, জাম্বুবান্, হনুমান ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সহরে মুচ্ছুদ্দি বাবুদের মত পোসাক পরে চার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। লক্ষ্মণ ছাতা ধরেচেন—শত্রুঘ্ন ও ভরত চামর কচ্চেন রামের বাঁ দিকে সীতে দেবী, সীতের ট্যাড়চা সাড়ী, ঝাঁপটা ও ফিরিঙ্গি খোঁপার বেহদ্দ বাহার বেরিয়েচে !

বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন সং বড় চমৎকার ?—বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিলকের রুমাল, গলায় চুলের গার্ড্‌চেন অথচ থাকবার ঘর নাই, মাসীর বাড়ী অন্ন লুসেন, ঠাকুর বাড়ী শোন, আর সেনেদের বাড়ী বসবার আড্‌ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশের রিফরমেসনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। (মসারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ) পুলিস্ বড় আদালত, টাঁকার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লবে হাঁফ ছাড়েন—গোয়েন্দাগিরী, দালালী, খোসামুদী ও ঠিকে রাইটরী করে যা পান, ট্যাসলওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায় ? সুতরাং মিনি মাইনের স্কুল মাষ্টারী কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়।

কোথাও অমৈরন মৈতে নারী সিকেয় বসে ঝুলে নরি সং—

অসৈরণ সইতে নারী মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেন্টুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতি কট্ চাপকান পরা! (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চসমা! রাত্তিরে খানায় পড়ে ছুঁচো ধরে খান! দিনের ব্যালা রিফরমেসনের স্পিচ্ করেন দেখে—সিকেয় ঝুল্‌চেন!

এসওয়ায় বারোইয়ারি তলায় "ভাল কত্তে পারবো না মন্দ করবো কি দিবি তা দে" "বুক ফেটে দরোজা" "ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে" "খ্যাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন" "মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়" "হাড় হাবাতে মিছরির ছুরি" প্রভৃতি নানাবিধ সং হয়েচে; সে সব আর এখানে উত্থাপন করার আবশ্যক নাই। কিন্তু প্রতিমের দু পাশে বকা ধার্ম্মিক ও ক্ষুদ্র নবাবের সং বড় চমৎকার হয়েচে। বকা ধার্ম্মিকের শরীরটি মুচির কুকুরের মত নুদুর নাদুর— ভুঁড়িটি বিলাতি কুমড়োর মত—মাতায় কামান চৈতন ফক্কা ঝুটি করে বাঁদা—গলায় মালা ও ছোট ঢাকের মত গুটি কতক সোণার মাদুলি—হাতে ইষ্টি কবচ—চুলে ও গোঁপে কলপ দেওয়া—কালাপেড়ে ধুতি, রামজামা ও জরির বাঁকা তাজ—গত বৎসর আশী পেরিয়েচেন—অঙ্গ ত্রিভঙ্গ! কিন্তু প্রাণ হামাগুড়ি দিচ্চে। গেরস্তগোচের ভদ্র লোকের মেয়ে ছেলের পানে আড় চক্ষে চাচ্চেন—হরি নামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্চেন। ঝুলির ভিতর থেকে গুটিকতক টাকা বেমালুম আওয়াজে লোভ দেখাচ্চে।

ক্ষুদ্র নবাব—ক্ষুদ্র নবাব দিব্বি দেখতে—দুদে আলতার মত রং—আলবর্ট ফেসানে চুল ফেরানো—চীনের শূয়ারের মত—শরীরটি ঘাড়ে গদ্দানে হাতে লাল রুমাল ও পিচের

ইষ্টিক–সিমলের ফিন ফিনে ধুতি মাল কোচা করে পরা, হটাৎ দেখলে বোধ হয় রাজারাজড়ার পোত্তুর, কিন্তু পরিচয়ে বেরোবে “ হিদে জোলার নাতি !

বারোইয়ারি প্রতিমেখানি প্রায় বিশ হাত উচু – ঘোড়ায় চড়া হাই ল্যাণ্ডের গোরা বিবি, পরি ও নানাবিধ চিড়িয়া সোলার ফুল ও পদ্ম দিয়ে সাজানো – মধ্যে মা ভগবতী জগদ্ধাত্রী মুর্ত্তি – সিংগির গা রুপুলি গিলটি ও হাতি সবুজ মক্‌মল দিয়ে মোড়া। ঠাকুরুণের বিবিয়ানা মুখ – রং ও গড়ন আসল ইহুদি ও আরমানি কেতা ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে স্তব কচ্চেন। প্রতিমের উপরে ছোট ছোট বিলাতি পরিরা ভেঁপু বাজাচ্চে – হাতে বাদসাই নিশেন ও মাঝে ঘোড়া সিংগিওয়ালা কুইনের ইউনিকরন্‌ ও ফ্রেষ্ট !

আজ বারোইয়ারির প্রথম পূজো শনিবার – বীরকৃষ্ণ দাঁ, কানাইদত্ত, প্যালানাথ বাবু ও বীরকৃষ্ণ বাবুর ফ্রেণ্ড আহীরীটোলার রাধামাধববাবুরা ব্যালা তিনটে পর্য্যন্ত বারোইয়ারি তলায় হাসরাও হয়েছিলেন – তিনটে বড় বড় অর্ণা মোষ, এক শ ভেড়া ও তিন শ পাঁটা বলিদান করা হয়েচে – মূল নৈবিদ্যির আগা তোলা মণ্ডাটি ওজনে ডেড়মণ। সহরের রাজা, সিংগি, ঘোস, দে, মিত্র ও দত্ত প্রভৃতি বড় বড় দলস্থ ফোঁটা, চেলির জোড়, টিকী ও তেলকধারি উর্দ্দি ও তক্‌মাওয়ালা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদেয় হয়েচে – “ সুপারিস ” “ অনাহুতে ” “বেদলে” ও “ ফলারেরা ” নিমতলার শকুনির মতো টেঁকে বসে আছেন – কাঙ্গালি, রেও, অগ্রদানী, ভাট ও ফকির বিস্তর জমেছিল – পাহারাওয়ালারাই তাঁদের বিদেয় দেন – অনেক গরিব গ্রেপ্তার হয় ! শেষে গাঁট থেকে কিছু বার কল্লে

থানার দারোগা ও জমাদারের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সে বারের মত রেহাই পায়।

ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে এলো—বারোইয়ারি তলা লোকারণ্য। সহরের অনেক বাবু গাড়ি চড়ে সং দেখ্‌তে এসেচেন—সং ফেলে অনেকে তাঁদের দেখচে। ক্রমে মজলিসে দু এক ঝাড় জেলে দেওয়া হলো—সংএদের মাথার উপর বেললাল্‌ঠন বাহার দিতে লাগ্‌লো। অধ্যক্ষ বাবুরো একে একে জমেয়াৎ হতে লাগলেন, নল করা থেলো হুকো হাতে ও পান চিবুতে চিবুতে অনেকে চীৎকার ও "এটা কর" "ওটা কর" করে হুকুম দিচ্চেন। আজ ধোপাপাড়ার ও চকের দলের লড়াই হবে! দেড় মণ গাঁজা, দুই মণ চরস, বড় বড় সাত গামলা দুধ ও বারোখানি বেণের দোকান ঝেঁটিয়ে ছোট বড় মাঝারি এলাচ, কর্পূর দারুচিনি সংগ্রহ করা হয়েচে—মিঠেকড়া, ভ্যালসা, অম্বুরি ও ইরানী তামাকের গোবর্দ্ধন হয়েচে! এ সওয়ায় বিস্তর অন্তঃশিলে সরঞ্জমও প্রস্তুত আছে। আবশ্যক হলে দেখা দেবে!

সহরে ঢি ঢি হয়ে গ্যাছে, আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোয় হাফ আকড়াই হবে। কি ইয়ারগোচের স্কুল বয়, কি বাহাত্তুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আখড়াই শুনতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠলো। ধোপারা বিলক্ষণ রোজগার কত্তে লাগলো! কোঁচান ধুতি, ধোপদস্ত কামিজ ও ডুরে শান্তিপুরে উড়ুনীর এক রাত্তিরের ভাড়া আট আনা চড়ে উঠলো। চার পুরুষে পাঁচপুরুষে ক্রেপ্‌ ও নেটের চাদরেরা অকর্ম্মণ্য হয়ে নবাবি আমলে সিন্দুক আশ্রয় করে ছিলেন, আজ ভলণ্টিয়র হয়ে মাথায় উঠলেন। কালো ফিতের ঘুনসি ও চাবির সিকলি হঠাৎবাবুর মত স্বস্থান পরিত্যাগ করে,

বড়ির চেনের অফিসিএটিং হলো—জুতোরা বেশ্যার মত নানা লোকের সেবা কত্তে লাগলো।

বারোইয়ারি তলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো—এক দিকে কাটগড়া ঘেরা মাটির সং—অন্য দিকে নানা রকম পোসাক পরা কাটগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং। বড় মানুষরা ট্যাসলওয়ালা টুপি, চাপকান, পেটি ও ইষ্টিকে চালচিত্রের অসুর হতেও বেয়াড়া দেখাচ্চেন। প্রধান অধ্যক্ষ বীরকৃষ্ণ বাবু লকাই লাট্টুর (লাটিম) মত ঘুরে বেড়াচ্চেন, দু কষ দিয়ে পাঁজির ছবির রক্তদন্তী রাক্ষসীর মত পানের পিক্ গড়িয়ে পড়্‌চে—চাকর, হরকরা, সরকার, ক্যারাণী ও ম্যানেজারদের নিশ্বেস ফ্যালবার অবকাশ নাই।

ঢং ঢং করে গির্জ্জের ঘড়িতে রাত্তির দুটো বেজে গ্যালো। ধোপাপাড়ার দল ভরপুর নেসায় ভোঁ হয়ে টল্‌তে টল্‌তে আসরে নাব্‌লেন। অনেকে আখ্‌ড়া ঘরে (সাজ ঘরে) শুয়ে পড়্‌লেন। বাঙ্গালির স্বভাবই এই, পরের জিনিস পাতে পড়্‌লে শীগি্‌গর হাত বন্ধ হয় না (পেট্‌ সেটি বোঝে না বড় দুঃখের বিষয়!) ভেড় ঘন্টা ঢোল, বেহালা, ফুলুট, মোচোং ও সেতারের রং ও সাজ বাজ্‌লো—গোঁড়ারা দু শ বাহবা ও বেশ দিলেন—শেষে একটি ঠাকুরণ বিষয় গেয়ে (আমরা গান্‌টি বুজ্‌তে অনেক চেষ্টা কল্লেম্ কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হতে পাল্লেম না) উঠে গ্যালে চকের দল আসরে নাবলেন।

চকের দলেরাও ঐরকম করে গেয়ে শোভান্তরী! সাবাস! ও বাহবা! নিয়ে উঠে গ্যালেন—এক ঘণ্টার জন্য মজ্‌লিস খালি রইলো; চায়না কোট-ক্রেপের লেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যাড়চা চাদরেরা—পিঁপড়ের ভাঙ্গা সারের মত ছড়িয়ে

পড়্লেন। পানের দোকান শূন্য হয়ে গ্যালো। চুরোট তামাক ও চরসের ধুঁয়ায় এমনি অন্ধকার হয়ে উঠ্লো যে সেবারে "প্রোক্লেমেশনের উপলক্ষে বাজিতে" বা কি ধোঁ হয়ে ছিলো! বড় বড় রিভিউয়ের তোপে তত ধোঁ জন্মে না! আদ ঘণ্টা প্রতিমে খানি দেখা যায় নি ও পরস্পর চিনে নিতেও কষ্ট বোধ হয়েছিলো!

ক্রমে হঠাৎ বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াসার মত ও শরতের মেঘের মত ধোঁ দেখতে দেখ্তে পরিষ্কার হয়ে গ্যালো! দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন, ধোপাপুকুরের দল আসোর নিয়ে বিরহ ধল্লেন। আদ ঘণ্টা বিরহ গেয়ে আসোর হতে দল বল সমেত আবার উঠে গেলেন। চক বাজারেরা নাব্লেন ও ধোপাপুকুরের দলের বিরহের উতোর দিলেন গোঁড়ারা রিভিউয়ের সোল্জারদের মত দল বেঁধে দু থাক হলো। মধ্যস্থরা গানের চোতা হাতে করে বিবেচনা কত্তে আরম্ভ কল্লেন—এক দলে মিত্তির খুড়ো আর এক দলে দাদা-ঠাকুর বাঁদন্দার!

বিরহের পর চাপা কাঁচা খেঁউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচারও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারীও বাকি থাক্‌বে না।

তোপ্ পড়ে গিয়েচে, পূর্ব্বদিক ফরসা হয়েচে, ফুরফুরে হাওয়া উঠেচে—ধোপাপুকুরের দলেরা আসোর নিয়ে খেউড় ধল্লেন, গোঁড়াদের "সাবাস"! "বাহবা"! "শোভাস্তরী"! "জিতা রাও"! দিতে দিতে গলা চিরে গেলো; এরই তামাসা দেখ্তে যেন সূর্য্যদেব তাড়াতাড়ি উদয় হলেন! বাঙ্গালীরা আজো এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন—চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন! কুমু-

দিনী মাতা হেঁট কল্লেন! পাখীরা ছি! ছি! করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো! পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাস্‌তে লাগ্‌লো! ধোপাপুকুরের দল আসোর নিয়ে খেঁউড় গাইলেন সুতরাং চকের দলকে তার উতর দিতে হবে। ধোপাপুকুরওয়ালারা দেড় ঘন্টা প্রাণ পণে চেঁচিয়ে খেঁউড়টি গেয়ে থাম্‌লে চকের দলেরা নাবলেন, সাজ বাজ্‌তে লাগলো, ওদিকে আখ্‌ড়াঘরে খেঁউড়ের উতোর প্রস্তুত হচ্চে—চকের দলেরা তেজের সহিত উতোর গাইলেন! গোঁড়ারা গরম হয়ে "আমাদের জিত!" "আমাদের জিত!" করে চ্যাঁচা চেঁচি কত্তে লাগলেন—(হাতাহাতীও বাকি রইলো না) এ দিকে মধ্যস্থরা ও চকের দলের জিত সাব্যস্ত কল্লেন। হুও! হো! হো! হররে ও হাত তালিতে ধোপাপুকুরের দলেরা মাটির চেয়েও অধম হয়ে গ্যালেন—নেসার খোয়ারি—রাত জাগবার ক্লেশ ও হারের লজ্জায়—মুকুয্যেদের ছোট বাবু ও দুচার ধরতা দোয়ার একেবারে এলিয়ে পড়্‌লেন।

চকের দলেরা ঢোল বেঁধে নিশেন তুলে গাইতে গাইতে ঘরে চল্লেন—কারু শুধু পা—মোজা পায়; জুতো কোথায়, তার খোজ নাই। গোঁড়ারা আমোদ কত্তে কত্তে পেছু পেছু চল্লেন—ব্যালা দশটা বেজে গ্যালো, দর্শকরা হাফ আকড়াইর মজা ভরপুর লুটে বাড়িতে এসে সুত ঠাওাই; জোলাপ ও ডাক্তারের যোগাড়্‌ দেখ্‌তে লাগলেন। ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি, চাদর, জামা ও জুতোরা কাজ সেরে আপনার মনিব বাড়ি ফিরে গ্যালো।

আজ রবিবার। বারোইয়ারি তলায় পাঁচালি ও যাত্রা। রাত্রি দশটার পর অধ্যক্ষেরা এসে জম্‌লেন; এখনো অনেকের "চোঁয়া ঢেকুর" "মাতা ধরা" "গা মাটি মাটি" সারেনি।

সারেনি। পাঁচালি আরম্ভ হয়েছে—প্রথম দল গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ধরেচেন, পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আকড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ, সুতরাং রাত্তির একটার মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে গ্যালো।

যাত্রা। যাত্রার অধিকারীর বয়স ৭৬ বৎসর, বাব্রি চুল উল্কী ও কাণে মাকড়ি! অধিকারী দূতী সেজে গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসোরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচ্লেন, তার পর বাসদেব ও মণিগোঁসাই গান করে গ্যালেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর-পর্য্যন্ত "কাল জল খাবো না!" "কাল মেঘ দেখবো না!!" (সামিয়ানা থাটাইয়ে দিমু) "কাল কাপড় পরবো না" ইত্যাদি কথা বার্ত্তায় ও "নবীন বিদেশিনীর!! গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন। থাল, গাড়ু, ঘড়া, ছেঁড়া কাপড়, পুরাণ বনাত ও সালের গাদী হয়ে গ্যালো। টাকা, আদুলী, সিকি ও পয়সা পর্য্যন্ত প্যালা পেলেন। মধ্যে মধ্যে "বাবা দে আমার বিয়ে" ও "আমার নাম সুন্দুরে জেলে, ধরি মাছ বাউতি জালে" প্রভৃতি রকমওয়ারি সংএরও অভাব ছিল না। ব্যালা আটার সময় যাত্রা ভাংলো, এক জন বাবু মাতাল পাত্র টেনে বিলক্ষণ প্যেঁকে যাত্রা শুন্‌ছিলেন, যাত্রা ভেঙ্গে যাওয়াতে গলায় কাপড় দিয়ে প্রতিমে প্রণাম কত্তে গ্যালেন (প্রতিমে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি) কিন্তু প্রতিমার সিংগি হাতীকে কামড়াচ্চে দেখে বাবু মহাত্মার বড়ই রাগ হলো ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে করুণা স্বরে—

"তারিণী গো মা কেন হাতীর উপর এত আড়ী।
মানুষ মেলে টেঁড্‌ডা পেতে তোমায় যেতে হতো হরিণবাড়ি।